ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৭০ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 June, 2024 ■ আগরতলা ২১ জুন ২০২৪ ইং ■ ৬ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হোস্টেলের ওয়ার্ডেন ও কেয়ারটেকারকে বরখাস্তের নির্দেশ

হোস্টেলের খাবার খেয়ে বোধজং গার্লস স্কুলের ১৫ ছাত্রী অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২০ জুন ।। আচমকাই বোধজং বালিকা বিদ্যালয়ের একের পর এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর কমপক্ষে ১২ জন ছাত্রীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে জিবি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, হোস্টেলের খাবার খেয়ে তারা অসুস্থ হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা অসুস্থ ছাত্রীদের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের এই বিষয়ে তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এদিকে খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে ছুটে গিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার, এস ডি এম মানিক লাল দাস, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক জানিয়েছেন, আজ সকালে মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ছাত্রীবাসের ছাত্রীরা হঠাৎ বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর পেট ব্যথার সাথে সাথে বমি শুরু হয়। একের পর এক ছাত্রীরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। প্রায় ১৫ জন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাথে সাথে ঘটনাস্থলে চারটি অ্যাম্বুলেন্স ছুটে গিয়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। কিন্তু কি কারণে তাঁরা অসুস্থ হয়েছে এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। ধারণা করা হচ্ছে, হোস্টেলের খাবার খেয়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন।

জনৈক ছাত্রী জানিয়েছেন, আজ সকালে ডাল ভাত খেয়ে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল তাঁরা। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ তাঁদের পেট ব্যথার সাথে বমি শুরু হয়। জনৈক অভিভাবক জানিয়েছেন, মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ছাত্রীবাসের খাবার পরিবেশন করা হয় তা নিম্মমানের। ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা হচ্ছে না। ফলে আজ ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এদিকে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা বলেন, বোধজং বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের অসুস্থতার ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়েছি, বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে সরকার। ইতোমধ্যেই জিবি হাসপাতাল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসুস্থ ছাত্রীদের দেখতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২০ জুন।। সম্ভবত খাদ্যে বিষক্রিয়ায় বোধজং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের জিবি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্রীদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ নিতে ছুটে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্ভবত খাদ্যে বিষক্রিার কারণে বোধজং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের শারিরীক খোঁজ নিতে হাসপাতালে গিয়েছেন তিনি। অসুস্থ ছাত্রীদের মধ্যে একজন ছাত্রী তুলসিবতী হোস্টেলের। কিন্তু তাঁরা একই স্কুলে পড়ে। ছাত্রীদের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

অসুস্থ ছাত্রীদের দেখতে জিবিতে বাম ছাত্রনেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। অসুস্থ ছাত্রীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে জিবি হাসপাতালে ছুটে গেলেন এসএফআই এবং টিএসইউ-র নেতৃত্বরা।

সংগঠনের জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, সম্ভবত খাদ্যে বিষক্রিয়ায় বোধজং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের জিবি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অনিয়মের মধ্যে হোস্টেল পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি চরম অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হোস্টেল পরিচালনা হচ্ছে।

সংগঠনের তরফ থেকে অভিযোগ করেন, গুণগত মান বজায় না রেখেই হোস্টেলের খাবার তৈরী করা হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল দশা হয়ে রয়েছে।

মণিপুরের জিরিবামে পুলিশ চেকপোস্টে অগ্নি সংযোগ, গুলি

ইমফল, ২০ জুন (হি.স.) ।। মণিপুরের জিরিবামে পুলিশ চেকপোস্টে ফের অগ্নিসংযোগ করেছে সশস্ত্র জঙ্গি দল। কেবল অগ্নিসংযোগই নয়, দুর্বৃত্তের দল পুলিশের ওপর গুলি হামলাও করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত প্রায় ১০:২০ মিনিট নাগাদ সন্দেহভাজন সশস্ত্র জঙ্গি দল জিরিবাম থানা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে জিরিবাম এবং তামেংলং জেলার সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত লেইঙ্গাংপোকপি পুলিশ চেক পোস্টে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে লেইঙ্গাংপোকপিতে ছুটে যাচ্ছিল পুলিশের রিইনফোর্সমেন্ট-এর দল। কিন্তু মাঝপথে অতর্কিতে পুলিশের রিইনফোর্সমেন্ট দলের ওপর গুলি হামলা করে বসে জঙ্গিরা।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু সময় গুলি বিনিময় হয়। এদিকে আগুন নেভানোর জন্য প্রেরিত অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর ওপরও গুলি বর্ষণ করেছে জঙ্গিরা। তবে গুলি হামলায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

মক্কায় তাপপ্রবাহে মৃত্যুর মিছিল

রাজ্যের হজযাত্রীরা সুস্থ, ৮ জুলাই ফিরছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২০ জুন ।। মক্কায় তাপপ্রবাহের আঘাতে মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছে। এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের ৬৪৫ জন হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৯০ জন ভারতীয় রয়েছেন। উদ্বেগের মাঝেও কিছুটা স্বস্তির বিষয় হল, ত্রিপুরার হজযাত্রীরা সকলেই সুস্থ আছেন। তাঁরা আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে ফিরে আসবেন।

মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রতিবছর সৌদি আরবের মক্কায় গিয়ে হজ পালন করেন। ওই হজ যাত্রায় বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরা থেকেও প্রতিবছর অনেকেই ওই হজ যাত্রায় সামিল হন। এবছর ত্রিপুরা থেকে ১০৯ জন হজযাত্রী মক্কায় গেছেন। হজ পালন নিয়ে সৌদি আরবের মক্কায় প্রতিবছর বিপুল জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, এবছর হজযাত্রীরা প্রকৃতির রুদ্ররূপের শিকার হচ্ছেন। মক্কায় তাপমাত্রা প্রায় ৫২ ডিগ্রী সেলসিয়াস ছুঁয়েছে। তীব্র তাপপ্রবাহে হজযাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখন পর্যন্ত তাপপ্রবাহের বলি হয়েছেন ৬৪৫ জন হজযাত্রী। তাঁদের মধ্যে ৯০ জন ভারতীয়ও রয়েছেন। এবিষয়ে, ত্রিপুরার হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম জানিয়েছেন, ত্রিপুরার ১০৯ জন হজযাত্রী সুস্থ আছেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জন অসুস্থ হয়েছিলেন। তাঁরা হাসপাতালে চিকিতার পর সুস্থ আছেন। তিনি আরো জানান, আগামী ৬ জুলাই সৌদি আরব থেকে তাঁরা দেশে ফিরবেন এবং কলকাতায় পৌঁছাবেন। ৮ জুলাই তাঁরা ত্রিপুরায় ফিরবেন।

জামিন পেলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.) ।। আবগারি দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক ন্যায় বিন্দু এই আদেশ জারি করেছেন। এদিন কেজরিওয়ালের জামিনের আবেদনের শুনানির পর রায়দান স্থগিত রাখা হয়। যদিও আদেশ দেওয়ার পর ইডির তরফে অনুরোধ করা হয় তাঁরা এর বিরুদ্ধে কি আইনগত পদক্ষেপ করতে পারে তা খতিয়ে দেখার জন্য ৪৮ ঘন্টা সময় দেওয়া হোক। যদিও আদালত তা পত্রপাঠ খারিজ করে দেয়।

শুক্রবারই ১ লক্ষ টাকার বেল বন্ড জমা দেওয়ার পর কেজরিওয়াল তিহার জেল থেকে মুক্তি পেতে পারেন বলে জানা গেছে।। লোকসভা নির্বাচনের আগে ২১ মার্চ খানিকটা নাটকীয় ভাবেই কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে ইডি। মে মাসে তাঁকে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনের কারণে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে। এরপর তিনি ২ জুন আত্মসমর্পণ করেন।

মোদীর আমন্ত্রনে ভারতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ফের ভারত সফরে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২১-২২ জুন ভারত সফর আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন শেখ হাসিনা। এক মাসের ব্যবধানে ফের ভারতে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছেন, দুই দিনের এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ছাড়াও, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় রেল ও বিমান পরিবহন মন্ত্রীদ্বয়কে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রীর চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হিসাবে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠিতে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী দেশের রেলওয়ে অবকাঠামোর উন্নয়নে কেন্দ্রীয় রিল মন্ত্রীর অব্যাহত নেতৃত্ব এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত কাঞ্চনগুঙ্গা এক্সপ্রেসের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ ত্রিপুরার রেল যোগাযোগের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন বলেও দাবি করেন তিনি।

এছাড়াও রাজ্যে আগরতলা থেকে কলকাতা হয়ে এবং আগরতলা (ত্রিপুরা) থেকে চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) পর্যন্ত নব উদ্বোধন করা আগরতলা (ভারত)-আখাউড়া (বাংলাদেশ) রেল সংযোগের মাধ্যমে নিয়মিত যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু করা, বদরপুর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলওয়ে ট্র্যাকের বিদ্যুতায়ন বিদ্যমান এক লাইন রেল ট্র্যাককে ডাবল লাইন ট্র্যাকে রূপান্তর করা, স্থানীয় ডেমো ট্রেনগুলিতে কোচের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সহ বিভিন্ন কারণে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিকে, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রিত্বের জন্য কিঞ্জরাপু রামমোহন নাইডুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

ত্রিপুরার পরিবহন মন্ত্রী হিসাবে, রাজ্যে বেসামরিক বিমান চলাচলের সাথে সম্পর্কিত পরিকাঠামো এবং পরিষেবাগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে উপযুক্ত সমস্ত ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী।

এছাড়াও রাজ্যের বিমান পরিষেবায় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী চিঠিতে উল্লেখ করেন, এমবিবি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে ঘোষণা করা এবং এমবিবি বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে আগরতলা বিমানবন্দরকে কাস্টমস চেকপোস্ট হিসাবে ঘোষণা করেছে।

এছাড়াও রাজ্যের জনগণের সুবিধা বিবেচনা করে বিমান পরিষেবায় বিভিন্ন রুটে বিমান চলাচলের সুবিধা করে দেওয়ায় দপ্তরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ বিশালগড়বাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ জুন।। বিশালগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নেশাখোর ও নেশা কারবারীদের দৌরাত্ম চরম আকার ধারণ করেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় অবশেষে ময়দানে নামলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের ভূমিকায় তারা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ।

নেশাখোরদের বিরুদ্ধে অভিযান এলাকাবাসীর। নেশা সামগ্রী ফেলে দৌড়ালো এলাকার নেশাখোর যুবকরা। উদ্ধার করে পুড়িয়ে ফেলা হলো নেশা সামগ্রী। দেরিতে হলেও বোধোদয় হলো এলাকাবাসীর। এলাকার যুবকরা মারন নেশায় আক্রান্ত। প্রতিটি পরিবারে প্রায় অশান্তির আগুন জ্বলছে এই নেশাগ্রস্ত যুবকদের তাণ্ডবে। উপায় না পেয়ে এলাকায় নেশাগ্রস্ত যুবকদের বিরুদ্ধে অভিযানের নামলো স্থানীয় সাধারণ মানুষজন।

বিশালগড় কড়ইমুড়া এলাকায় কয়েকজন যুবক নেশা সামগ্রী নিয়ে নেশা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় এলাকার সাধারণ মানুষ জন তাদেরকে ধাওয়া করে। নেশাগ্রস্ত যুবকরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সাতটি ব্রাউন সুগারের কন্টেনার সহ এক প্যাকেট নেশা জাতীয় ট্যাবলেট আটক করে এলাকাবাসী। স্থানীয় মানুষজন জরু হয়ে এই সমস্ত নেশা সামগ্রী পুড়িয়ে ফেলেন এবং বলেন এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্য হাতির আক্রমণ

প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২০ জুন: বন্য হাতির তান্ডবে গুরুতর আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার মুঙ্গিয়াকামী এলাকায়। আহত ও জনজাতি ব্যক্তি কৃষক বলে জানা গেছে। তার নাম পারেন্দ্র দেববর্মা (৬৫)। বর্তমানে তিনি জিবিপি হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা গেছে এদিন ভোরে পারেন্দ্র দেববরমার বাড়ির কাছে ওই বন্য হাতিটি আসে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য পরিবারের প্রত্যেকের ছুটে পালান। তখনই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই নদী ভাঙ্গনে ঘিলাতলীতে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ জুন।। বরাবরই কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ঘিলাতলিতে নদী ভাঙ্গন একটা বিরাট সমস্যা। একটা অংশের ঘিলাতলী বাসির বক্তব্য হচ্ছে দশকের পর দশক ধরে খোয়াই নদীর তীব্র আক্রমণের মুখে গোটা এলাকার আর্থসামাজিক ব্যবস্থা দারুন ভাবে প্রভাবিত হয়ে চলেছে। যদিও বিগত কংগ্রেস টিউজিএস জোট সরকারের আমলে ঘিলাতলী বাজার এলাকাতে নদী ভাঙ্গন রোধের জন্য দৃষ্টান্ত কারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, যার ফলে অনেকটাই স্বস্তিতে ছিলেন অন্তত ঘিলাতলী বাজার এলাকার বাসিন্দারা, এমনটাও এলাকাতে অনেকেই বলাবলি করছেন।

তবে এর পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নদীর ভাঙ্গন রোধে আর কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এমনটাই জানা গেছে। এরই মধ্যে ঘিলাতলী বাজার এলাকায় খোয়াই নদীর ভাঙ্গনের তীব্রতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রায় প্রতিনিয়ত ভাঙন অব্যাহত, এরই মধ্যে ঘিলাতলী বাজার এলাকাতে নদী প্রায় তেলিয়ামুড়া দাওছড়া সড়ক পথকে গ্রাস করার মুখে।

স্থানীয়দের বক্তব্য হচ্ছে যেভাবে প্রতিনিয়ত নদীর ভাঙ্গনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তাতে যদি অনতিবিলম্বে প্রশাসন পদক্ষেপ গ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলস্টেশনে ৪১ কিলো গাঁজা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। গতকাল বিকেলে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে জিআরপি এবং আরপিএফের যৌথভাবে ৪১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি তাপস দাস।

ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গতকাল বিকেলে আগরতলা-শিলচর ট্রেন দিয়ে যাবার সময় সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি করে তাঁর কাছ থেকে ৪১ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত যুবক খোয়াই জেলার তবলা বাড়ির বাসিন্দা রাহুল দে (২৫)। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠান হাঁপানিয়া মেলা প্রাঙ্গনে ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন ।। সারাদেশের সঙ্গে রাজ্যেও আগামীকাল দশম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন করা হবে। হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগাদিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সেখানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, সিআরপিএফ, বিএসএফ, টিএসআর সহ এনএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবীরা যোগায় অংশগ্রহণ করবেন। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামী টিংকু রায় এ সংবাদ জানান। তিনি জানান, ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘে প্রধানমী নরেন্দ্র মোদি যোগাদিবস পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে

২১ জন আন্তর্জাতিকস্তরে যোগাদিবস পালনের দাবী জানান। প্রধানমীর চিন্তাভাবনাকে মর্যাদা দিয়েই রাষ্ট্রসংঘ প্রতিবছর ২১ জন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। রাজ্যেও প্রতিবছর রাজ্যস্তরের পাশাপাশি জেলা সদর, মহকুমাস্তরে ও ব্লকস্তরে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। ক্রীড়ামী শ্রী রায় জানান, মন ও শরীর ভালো রাখার ক্ষেত্রে যোগার গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজ্য সরকার যোগাকে ত্রিপুরা স্পোর্টস পলিসিতে সংযুক্ত করেছে। রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ক্রীড়াদপ্তর পরিচালিত বিভিন্ন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৪৮ ▫ ২১ জুন ২০২৪ ইং▫ ৬ আষাঢ় ▫ শুক্রবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

উন্নয়নই অস্ত্র

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসিবার পর জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। বৈদেশিক শক্তির যেকোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখিতে চেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই ইহার সুফল নিতে শুরু করিয়াছে। বিভাজনের রাজনীতি নয়, একমাত্র উন্নয়নই পারে ভূস্বর্গের সন্ত্রাসবাদকে খতম করিতে। এই দর্শনের বাস্তবায়নে বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীর পৌঁছিয়া গিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । আনুষ্ঠানিক ভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন ৮৪টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের। ওই প্রকল্পগুলির জন্য খরচ হইবে ১৫০০ কোটি টাকা।কাশ্মীরে সড়ক, জল সরবরাহ, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করিয়াছে কেন্দ্র। বিশেষ ভাবে চেন্নানি-পাটনিটপ-নাশরির উন্নয়নে জোর দেওয়া হইয়াছে। একদিকে যেমন শিল্প তৈরিতে উৎসাহ দেওয়া হইবে, পাশাপাশি ছয়টি সরকারি কলেজ গড়িয়া তোলা হইবে। পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গেই যুব সমাজের পাশে থাকিবারও বার্তা দিতে চায় সরকার।১৫০০ কোটি টাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের বাইরে কৃষি এবং সহযোগী ক্ষেত্রে আরও ১৮০০ কোটি ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। যাহাতে উপকৃত হইবেন উপত্যকার ২০টি জেলার ৯০ ব্লকের ১৫ লক্ষ নাগরিক। এদিন শ্রীনগরের শের-এ-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক সভাকক্ষে 'যুব সমাজের ক্ষমতায়ন, জম্মু ও কাশ্মীরের পরিবর্তন' শীর্ষক আলোচনাসভায় অংশ নিবেন মোদি। এর পর ২০০০ জন যুবাকে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র বিলি করিবেন। সব মিলাইয়া ভূস্বর্গের মন পাইতে উন্নয়নেই জোর দিয়াছে মোদি ৩.০। একথা অনস্বীকার্য যে, জম্মু-কাশ্মীরের উন্ন য়ন বাদ দিয়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন চিন্তা করা নিরর্থক। কেননা জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরে অশান্তির পরিবেশ কায়েম করিবার জন্য অপপ্রয়াস জারি রাখিয়াছে। পাকিস্তানের আগ্রাসনে মানসিকতা প্রতিহত করিতে একদিকে যেমন সেনাবাহিনী প্রস্তুত , ঠিক তেমনি ভারতের প্রতিটি নাগরিক ভারতের অখন্ডতা রক্ষার তাগিদে যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে জম্মু-কাশ্মীর সুরক্ষা অন্যতম চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এটি দেশ ও দেশবাসীর আত্মমর্যাদার প্রশ্ন।

বাংলাদেশে ঈদে এক কোটির বেশি গবাদিপশু কুরবানি

ঢাকা, ২০ জুন (হি. স.): এবছর ঈদুল আজহায় বাংলাদেশে মোট ১ কোটি ৪ লাখ ৮ হাজার ৯১৮টি গবাদিপশু কুরবানি হয়েছে। গত বছর সারা দেশে কুরবানি করা গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪১ হাজার ৮১২টি।

২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯৯ লাখ ৫০ হাজার ৭৬৩টি। বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত বছরের তুলনায় এবছর কুরবানির সংখ্যা বেড়েছে ৩ লাখ ৬৭ হাজার ১০৬টি।

কুরবানি হওয়া গবাদিপশুর মধ্যে ৪৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৫৯টি গরু, ১ লাখ ১২ হাজার ৯১৮টি মহিষ, ৫০ লাখ ৫৬ হাজার ৭১৯টি ছাগল, ৪ লাখ ৭১ হাজার ১৪৯টি ভেড়া এবং ১ হাজার ২৭৩টি অন্যান্য পশু।

দু" সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষকদের যোগ্যতা পোর্টালে আপলোডের নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ২০ জুন (হি. স.) : সরকারি পোর্টালে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্ত তথ্য আপলোড করতে হবে। নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, শিক্ষা দফতরের অধীন সমস্ত স্কুলে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তথ্য "বাংলার শিক্ষা পোর্টাল"-এ আপলোড করতে হবে। আর এই কাজ করতে হবে আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে। বিচারপতির মন্তব্য, রাজ্যের একাধিক স্কুলে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা পড়াচ্ছেন যাদের যোগ্যতা নেই, এমন অভিযোগ এসেছে। তাই স্কুলের শিক্ষক যে যে বিষয়ে পড়াচ্ছেন তা পড়ানোর যোগ্যতা তাঁর আছে কিনা, সেটা ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের জানা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতেই তাঁর নির্দেশ, রাজ্যকে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা কী, তা সরকারের পোর্টালে আপলোড করতে হবে।

ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতি মেটাতে উদ্যোগ বিষ্ণুপুর পুলিশ প্রশাসনের

বাঁকুড়া, ২০ জুন (হি. স.) : ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের যোগানে ঘাটতির খবর নজরে আসতেই তৎপরতার সাথে পুলিশ কর্মীদের নিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে পাত্রসায়ের থানা।প্রচন্ড তাপপ্রবাহের কারনে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের যোগান তলানিতে, সংবাদ মাধ্যমে এই খবর নজরে আসতেই বিষ্ণুপুর মহকুমা পুলিশ প্রশাসন অধীনস্থ থানা গুলিকে যতশীঘ্র সম্ভব রক্তদান শিবির সংঘটিত করার নির্দেশ জারি করে।

জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সহযোগিতা নিয়ে পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও এই শিবিরে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। পাত্রসায়রে থানা উদ্যোগ নিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে, শিবিরে ৫০ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়।চলতি মাসেই বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীনস্থ বাকি পাঁচটি থানাতেও রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে বিষ্ণুপুর ব্লাডব্যাঙ্কের ঘাটতি পূরন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

চালসায় চা বাগান থেকে ফের বিশালাকার অজগর উদ্ধার

চালসা, ২০ জুন (হি.স.) : মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি চা বাগান থেকে ফের বিশালাকার অজগর উদ্ধার হল। বৃহস্পতিবার চা বাগানের ৮ নম্বর সেকশনে কাজ করার সময় শ্রমিকরা একটি অজগর দেখতে পায়।

সাপটি দেখার পরেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। খবর দেওয়া হয় চালসার সর্পপ্রেমী দিবস রাইকে। দিবস এসে অজগরটি উদ্ধার করে। অজগরটি সুস্থ থাকায় এদিনই সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। অজগরটি লম্বায় প্রায় ১০ ফুট বলে জানা গিয়েছে। বড়দিঘি চা বাগানটির পাশেই রয়েছে লাটাগুড়ি জঙ্গল। ওই জঙ্গল থেকেই অজগরটি আসতে পারে বলে শ্রমিকদের ধারণা।

পৃথিবী পুড়ছে, ফিরে শো! মানুষের অবহেলায় ঘনিয়ে আসছে 'শেষের সেদিন'

বিশ্বদীপ দে।। জল যে নাকের উপরে উঠে পড়েছে তা নতুন কথা নয়। বিশ্ব উষ্ণায়নের গনগনে প্রভাবে চোখের নিমেষে বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া। যার ধাক্কায় পরিবেশগত বিপর্যয়ও কম ঘটছে না। মেরুদেশে গলছে বরফ। আমাদের হিমালয়ের হিমবাহগুলোও আর নিরাপদ নেই। সব মিলিয়ে যেন এক নিশ্চিত বিকট হাঁমুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সভ্যতা। আর এর জন্য দায়ী যে প্রাণীটি তার নাম যে মানুষ, একথাও কোনও নতুন কথা নয়। নিজেদের দায়িত্বে পৃথিবীকে দাউদাউ জ্বালিয়ে অন্য জীবদের জন্যও 'শেষের সেদিন ভয়ংকর' নিয়ে আসছে 'প্রখর বুদ্ধিমান' হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স। অথচ সাবধান হওয়ার জন্য বিস্তর সময় মিলেছিল। গাই ক্যালেন্ডার নামের এক বিজ্ঞানী প্রথম এব্যাপারে আমাদের সতর্ক করেছিলেন। সেটা ১৯৩৮ সাল। অর্থাৎ ৮৬ বছর আগে। কিন্তু মানুষ কি সেকথায় কান দিয়েছে? ইতিহাস ঘাঁটলে আরও পিছন দিকে যাওয়া যেতে পারে। সেটা ১৮৯৬ সাল। সুইডেনের নোবেলজয়ী রসায়নবিদ সভান্তে আরিয়েনিয়াস প্রথম বলেছিলেন, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড যত মিশতে থাকবে ততই সম্ভবত উষ্ণ হতে থাকবে পৃথিবী। কিন্তু এমন সম্ভাবনার গুঞ্জনে সেই সময় কেউ কান দিতে রাজি ছিল না। আসলে তখনও পরিবেশের এমন গনগনে অবস্থা কল্পনার বাইরে। দূষণও অনেকটাই কম। ফলে মানুষের মধ্যে এমন বিশ্বাস দৃঢ় ছিল, প্রকৃতি বিপুল শক্তিশালী। মানুষের সাধ্য নেই তাকে প্রভাবিত করার।

কিন্তু গাই ক্যালেন্ডার যখন বিশ্ব উষ্ণায়নের কথা বললেন, তখন আর বিষয়টা উপেক্ষা করার মতো জায়গায় থাকল না। কেননা স্বল্প পরিচিত শখের এই বিজ্ঞানী পেশায় স্টিম ইঞ্জিনিয়ার নিছক কোনও সম্ভাবনার কথা বলেননি। তিনি রীতিমতো হিসেব কষে দেখালেন, গত ৫০ বছরে একটু একটু করে বেড়েছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। সারা বিশ্বের ১৪৭টি ওয়েদার স্টেশন থেকে রেকর্ড সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। এবং সমস্ত তথ্য একত্রিত করে ক্যালেন্ডার জানিয়ে দিলেন, অর্ধ শতকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু এবারও বিষয়টাকে আমল দিতে রাজি হলেন না বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীরা। তাঁরা নাক-টাক চুলকে বললেন, নাহ! শিল্পের কারণে কারখানা থেকে বেশি করে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে বাতাসকে বিষিয়ে তুলছে এসব মেনে নেওয়ার কোনও মানে নেই। মানুষের কি এমন সাধ্য রয়েছে যে প্রকৃতিকে টেক্কা দেবে! পরের বছর, ১৯৩৯ সালে লেগে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। গোটা পৃথিবী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল বোমা, সাইরেন, গোলাগুলি, মারণযজ্ঞের বিষাক্ত নিশ্বাসের সামনে। স্বাভাবিক ভাবেই 'তুচ্ছ' গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কে আর মাথা ঘামাবে! এদিকে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে নতুন করে যেন জোয়ার এল শিল্পে। বাড়তে লাগল উৎপাদন।

১৯৫৮ সালে তরুণ এক ভূ-রসায়নবিদ চার্লস ডেভিড ফের মুখ খুললেন এই নিয়ে। তথ্য পেশ করে দেখালেন কীভাবে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। জল ও বায়ুতে বিষবায়ু কীভাবে ঢুকে পড়ে সাড়ে সর্বনাশ ডেকে আনছে পরিবেশের। এর আগে কেউই এমন কোনও গবেষণা করেনি। ছয় দশক আগে সুইডেনের নোবেলজয়ী যে আশঙ্কার কথা শুনিয়েছিলেন, তা যে অমূলক ছিল না তা প্রমাণ হয়ে গেল হাতেকলমে। কিন্তু সেও তো এক অদ্ভুত সময়। রাশিয়া-আমেরিকার ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। হিরোসিমা-নাগাসাকির অতীত খুব পুরনো নয়। ১৯৫১ সালে মানুষের হাতে এসে গিয়েছে হাইড্রোজেন বোমাও! ফলে যে কোনও সময় যে কোনও স্থানেই আছড়ে পড়তে পারে পারমাণবিক বা অন্য কোনও ধরনের বিপজ্জনক মারণাস্ত্র। মুহূর্তে গুঁড়িয়ে যেতে পারে আস্ত শহর। এমন ভয়ংকর সম্ভাবনার মধ্যে পৃথিবীর 'জ্বর' নিয়ে কে আর ভাবে!

এর মাঝে গত শতকের ছয়ের দশকের গোড়ায় আবার কেউ কেউ বলতে লাগলেন, পৃথিবী মোটেই গরম হয়ে উঠছে না। বরং আর একটা তুষারযুগ নেমে আসার অপেক্ষা। কিন্তু ১৯৬৭ সালে বিজ্ঞানীরা তৈরি করে ফেললেন পৃথিবীর জলবায়ুর প্রথম কম্পিউটার মডেল। সেখানে বলা হল বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড মেশার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে তা পৃথিবীর তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়িয়ে দিতে পারে। এই প্রথম সেই অর্থে নড়েচড়ে বসলেন বহু পরিবেশবিদ। পরের বছর ১৯৬৮ সালে কলম্বাসের ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির গ্লেসিওলজিস্ট ড় জন মার্সার সকলকে সতর্ক করলেন। বললেন, এভাবে যদি বিশ্ব উষ্ণায়ন চলতে থাকে তাহলে একদিন মেরুপ্রদেশের বরফ গলবেই। আর তার ফলে সমুদ্রের জল ফুলেফেঁপে ডেকে আনবে প্রলয়! পরের দশকেও দেখা গেল পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে! ১৯৭৫ সালে বিজ্ঞানীদের গবেষণাপত্রে প্রথমবার উচ্চারিত হল একটা নাম। গ্লোবাল ওয়ার্মিং। বিশ্ব উষ্ণায়ন।

১৯৮৮ সালকে সেই সময়ের নিরিখে সাম্প্রতিক সময়কালের সবচেয়ে উষ্ণ বছর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বলতে গেলে সেই সময় থেকেই গোটা পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উদ্বিগ্ন হলেন বিষয়টা নিয়ে। মার্গারেট থ্যাচারের মতো রাষ্ট্রনেতারা সরব হলেন 'পৃথিবীর জ্বর' নিয়ে। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলিতে যতই সচেতনতার প্রচার হোক, ফল যে কিছু মেলেনি তা বুঝে নিতে একেবারে হাল আমলে ফেরা যাক। বছরের নিরিখে উষ্ণতম হিসাবে রেকর্ড গড়েছে ২০২৩। রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্টে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ২০১৪ থেকে ২০২৩- এই দশ বছর পৃথিবীর বুকে সর্বকালের সবচেয়ে উষ্ণ দশক ! এই নয়া রিপোর্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসের মন্তব্য, "খাদের কিনারে পৃথিবী।"

২০২৩ সালে তাপমাত্রার নানা রেকর্ড গড়েছে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা। পাশাপাশি চিন ও আরও বহু দেশই নাভিশ্বাস ফেলেছে দাবদাহে। দীর্ঘ সময় খরাক্লিষ্ট থেকেছে আফ্রিকা। কানাডা সাক্ষী হয়েছে ভয়ংকর দাবানলের। এই পরিস্থিতিতে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বেঁধে দেওয়া ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছে পৃথিবীর 'নিয়ার সারফেস টেম্পারেচার' অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬ ফুট উপরের তাপমাত্রা। যা এখন ১.৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস! 'বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা'র প্রধান অ্যান্ড্রেসা সেলেস্টে সাউলোর মতে এহেন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টকে 'পৃথিবীর জন্য লাল সতর্কতা' হিসেবে দেখা উচিত। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দাবানল সবই বাড়ছে। আগামিদিন যে আরও কতটা ভয়ংকর হতে চলেছে তা সত্যিই বলা মুশকিল। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করলেও জল নাকের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এভাবে চললে বিশ্ব উষ্ণায়নের দাপটে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেবে। উপকূলের তটসীমা বদলে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে বহু প্রজাতির প্রাণী। আর মানুষ? নীল রঙের গ্রহটাকে ক্রমশ খাদের কিনারে ঠেলে নিয়ে গিয়ে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারব আমরা? পৃথিবী পুড়ছে। ফিরে শুলে দহনজ্বালা কমবে না। গরিষ্ঠ সংখ্যক মর্ত্যবাসী একথা যত দ্রুত বুঝতে পারবেন ততই যে মঙ্গল, তা গবেষক না হয়েও বোধহয় বলে ফেলা যায়।

চে গেভারা যেভাবে কিউবার সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন

তারেকুজ্জামান শিমুল

"যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা কার মতো করে গড়ে তুলতে চাই? নির্দ্বিধায় বলবো, আমরা তাদেরকে চে'র আদর্শে গড়ে তুলতে চাই" মার্কসবাদী বিপ্লবী চে গেভারা মারা যাওয়ার পর তাকে নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করেছিলেন কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো। বস্তুতঃ চে গেভারা ছিলেন মি. কাস্ত্রোর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং একজন বিশ্বস্ত সহযোগী। আর তাদের এই বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল রণাঙ্গনে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে কিউবার বামপন্থী সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের হাতে দেশটির বিতর্কিত সেনা শাসক ফুলখেনসিও বাতিস্তার পতন ঘটে, যেটি ইতিহাসে 'কিউবার বিপ্লব' নামে পরিচিত।

সেই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো, আর চে গেভারা ছিলেন 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' বা দ্বিতীয় প্রধান নেতা।

অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনা করা মি. গেভারা ছিলেন কিউবা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের একটি দেশ আর্জেন্টিনার নাগরিক এবং বিপ্লবের পাঁচ বছর আগেও মি. কাস্ত্রোর সঙ্গে তার পরিচয় ছিলো না। তাহলে কবে এবং ঠিক কোথায় মি. কাস্ত্রোর সঙ্গে চে গেভারার প্রথম দেখা হয়েছিলো? কিউবার সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গেই-বা তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন কীভাবে?

যে ঘটনা বদলে দিয়েছিলো জীবন সারা বিশ্বের কাছে 'চে' নামে পরিচিত বিপ্লবী মি. গেভারার পুরো নাম- এর্নেস্তো গেভারা দে লা সের্না।

১৯২৮ সালের ১৪ই জুন তিনি আর্জেন্টিনার রোসারিও শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই মি. গেভারার অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগ ধরা পড়ে। ফলে ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে তার বাবা-মা রোসারিও ছেড়ে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আলতা গার্সিয়া নামের ছোট একটি শহরে বসবাস শুরু করে। হাঁপানির সমস্যা থাকায় মি. গেভারাকে ছোটবেলায় তার পরিবার খুব একটা বাইরে খেলতে পাঠাতো না। ফলে শৈশবের একটা বড় সময় তার কেটেছে অনেকটা ঘরবন্দী অবস্থায়। মূলত: এই সময়েই মি. গেভারার বই পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়, যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বজায় ছিলো। বড় হওয়ার পর আরও একটি নেশা তাকে পেয়ে বসে, যা এক পর্যায়ে মি. গেভারার জীবনকে বদলে দিয়েছিলো।

১৯৪৮ সালে তিনি আর্জেন্টিনার ইউনিভার্সিটি অব বুয়েনস আয়ার্সের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হন। ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ভ্রমণের নেশা মি. গেভারাকে পেয়ে বসে।

১৯৫০ সালে তিনি মোটরসাইকেলে চেপে নিজের দেশকে দেখতে বেরিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে ভ্রমণের নেশা মি. গেভারাকে এতটাই পেয়ে বসেছিলো যে, ডাক্তারি পড়া শেষ না করেই আলবার্তো গ্রানাদোর সঙ্গে তিনি দক্ষিণ আমেরিকা দেখতে বের হন।

১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে শুরু করা এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও বিবরণী মি. গেভারা রোজনামচা আকারে লিখে রাখেন, যা পরে 'মোটরসাইকেল ডায়েরিস' নামে প্রকাশিত হয়।

সেই রোজনামচা থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময় মি. গেভারা সেখানকার শ্রমিক ও আদিবাসীদের দুঃখ-দারিদ্র্যের জীবন এবং সমাজে শ্রেণিভেদ খুব কাছ থেকে দেখেন, যা তার হৃদয়ে দাগ কেটে যায়। ভ্রমণ শেষে আর্জেন্টিনায় ফেরার পর নিজের পরিবর্তন সম্পর্কে মি. গেভারা নিজেই তার ডায়েরিতে লিখেছেন, "আমি আর আগের মানুষটি নেই। ল্যাটিন আমেরিকায় উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ আমাকে কল্পনার চেয়েও বেশি পাল্টে দিয়েছে।"

বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া চে গেভারার জীবনী লিখে যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাদেরই একজন হলেন মার্কিন সাংবাদিক জন লি অ্যান্ডারসন।

'চে গেভারা: আ রেভ্যুলুশনারি লাইফ' বইতে তিনি লিখেছেন, ডাক্তারি পড়া শেষ করে মি. গেভারা ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে আবারও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু এবার তিনি এমন একটি সময়ে ভ্রমণে বের হয়েছেন, যখন ক্যারিবিয় অঞ্চলের দ্বীপরাষ্ট্র কিউবাতে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে।

স্বৈরশাসক ফুলখেনসিও বাতিস্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে সেসময় অনেকেই গ্রেফতার হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে তখনকার তরুণ নেতা ফিদেল কাস্ত্রোও ছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই মি. গেভারা মধ্য আমেরিকার দেশ গুয়াতেমালায় পৌঁছান। সেখানে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কিউবায় বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের অনেকে তখন গ্রেফতার এড়াতে গুয়াতেমালায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদেরই একজন হলেন আন্তনিও নিকো লোপেজ।

সাংবাদিক মি. অ্যান্ডারসন বলছেন, কিছুদিনের মধ্যে মি. লোপেজের সঙ্গে চে গেভারার দেখা হয় এবং দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

জানা যায় যে, মি. লোপেজই সেসময় মি. গেভারাকে 'এল চে আর্জেন্টিনো' বা 'আর্জেন্টিনার চে' নামে ডাকা শুরু করেন, যা পরবর্তীতে আরও ছোট হয়ে 'চে' নামে বেশি পরিচিতি পায়।

মি. লোপেজের কাছ থেকে চে গেভারা কিউবার তরুণ নেতা ফিদেল কাস্ত্রো এবং তাদের আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারেন।

এর মধ্যে গুয়াতেমালাতেও রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে থাকে। ১৯৫৪ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে দেশটির সেনাবাহিনী। তখন গুয়াতেমালা ছেড়ে মি. গেভারা প্রথমে এল সালভেদর, তারপর মেক্সিকোয় চলে যান।

ফিদেলের সঙ্গে দেখা-মেক্সিকোয় যাওয়ার পর মি. গেভারা রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং সেখানেই বছরখানেক কেটে যায়।

অন্যদিকে, কারাগারে বন্দী ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৫৫ সালের মে মাসে সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি পান। এরপর পুনরায় গ্রেফতার এড়াতে তিনিও মেক্সিকোয় পালিয়ে যান। ১৯৫৫ সালে সেখানেই গ্রীষ্মের এক রাতে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে প্রথমবারের মতো দেখা হয় চে গেভারার। দেখা হওয়ার পর সেই রাতে দু'জন কয়েক ঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা করেন।

'চে গেভারা: আ রেভ্যুলুশনারি লাইফ' বইতে সাংবাদিক মি. অ্যান্ডারসন বলছেন, পরের দিন সকালে ফিদেল কাস্ত্রো মি. গেভারাকে কিউবার গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং চে গেভারা প্রস্তাবে রাজি হন। মেক্সিকোয় থাকতেই সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে কিউবার তৎকালীন সেনা শাসক ফুলখেনসিও বাতিস্তাকে উৎখাতের পরিকল্পনা করতে থাকেন ফিদেল কাস্ত্রো।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৯৫৬ সালের ২৫শে নভেম্বরে একটি ইঞ্জিন-চালিত নৌকায় চড়ে মি. কাস্ত্রো ও ৭৯ জন সঙ্গীদের সাথে কিউবায় পাড়ি জমান চে গেভারা। পূর্ব উপকূলে পৌঁছানোর পর নৌকাটি কেউবার সামরিক বাহিনীর হামলার শিকার হয়।

এতে নৌকার বেশির ভাগ যাত্রী মারা গেলেও ফিদেল কাস্ত্রো এবং চে গেভারা প্রাণে বেঁচে যান।

এরপর তারা সিয়েরা মায়েস্ত্রা নামের একটি পাহাড়ে আশ্রয় নেন এবং নতুন করে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলেন। এরপর সেখান থেকেই তারা পরবর্তী দুই বছর হাভানার সরকারের উপর গেরিলা আক্রমণ চালাতে থাকেন। এই সময়ে সম্মুখ সমরে সাহসী ভূমিকায় রাখায় মি. গেভারাকে গেরিলা যুদ্ধের কমান্ডার করেন ফিদেল কাস্ত্রো। দুই বছর গেরিলা আক্রমণ চালানোর পর ১৯৫৯ সালের পহেলা জানুয়ারি গেরিলা যোদ্ধারা কিউবার রাজধানী হাভানায় প্রবেশ করে এবং সেনা শাসক মি. বাতিস্তা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এরপর ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসেন। সমাতান্ত্রিক ধারায় চালু করেন এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা। শুভেচ্ছা দূত থেকে মন্ত্রী হওয়া বিপ্লবের পর মি. গেভারাকে কিউবার নাগরিকত্ব দেওয়া হয় এবং তিনি কাস্ত্রোর নতুন সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন।

এরপর মি. কাস্ত্রো তাকে কিউবার শুভেচ্ছা দূত বানিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে সফরে পাঠান। ১৯৫৯ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মি. গেভারা কিউবা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তৎকালীন মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, ইন্দোনেশিয়া প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এবং যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তার এই সফরের উদ্দেশ্য ছিলো- ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করা দেশগুলোকে কেউবার বিপ্লবের পক্ষে আনা এবং তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

মি. গেভারা সফলভাবেই সেই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন বলে জানাচ্ছেন তার জীবনীকার সাংবাদিক জন লি অ্যান্ডারসন। ফলে সফর শেষে দেশে ফেরার পর মি. কাস্ত্রো তাকে কিউবার শিল্পমন্ত্রী বানান। একইসঙ্গে, কিউবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরও প্রেসিডেন্ট করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর বাতিস্তার বহু সমর্থককে যুদ্ধাপরাধসহ নানান অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয় কাস্ত্রোর সরকার। চে গেভারা নিজেও সেই বিচারিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অনেকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আদেশ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করেন যে, সেই বিচার 'পুরোপুরি নিরেপক্ষ' ছিলো না।

ফের বিপ্লবের পথ

চে'র জীবনীকার সাংবাদিক মি. অ্যান্ডারসন বলছেন, বেশ কয়েক বছর মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করার পর মি. গেভারা সিদ্ধান্ত নেন যে, এসব ছেড়ে কিউবার মতো বিপ্লব তিনি অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে দিবেন।

সেই ভাবনা থেকে সরকারি সব দায়িত্বে ইস্তফা ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে মি. গেভারা আবারও দেশ ভ্রমণ শুরু করেন।

এশিয়ায় ও আফ্রিকার একাধিক দেশ ঘুরে তার দুইমাসের সফর শেষ হয় মধ্য আফিকার কঙ্গোতে। সেখানকার পরিস্থিতি দেখে মি. গেভারা সিদ্ধান্ত নেন যে, কঙ্গো থেকেই তিনি তার নতুন সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করবেন।

প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তিনি পুনরায় কিউবা ফিরে যান।

এরপর ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে কিউবা থেকে একদল গেরিলা নিয়ে মি. গেভারা কঙ্গোর উদ্দেশ্যে রওনা হন।

কিন্তু সেখানে সফলতা না পেয়ে আবারও দক্ষিণ আমেরিকায় নজর দেন। বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মি. গেভারা বলিভিয়ায় পৌঁছান।

এর বছরখানেক পরেই ৩৯ বছর বয়সি এই বিপ্লবী দেশটির সামরিক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু ততদিনে সারা বিশ্বের মার্কসবাদী বিপ্লবীদের কাছে চে গেভারা এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দিব্যঞ্জনের সাথে তাঁর জন্মদিন উদযাপন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে উপত্যকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

শ্রীনগর, ২০ জুন (হি. স.) : তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে বৃহস্পতিবার দুদিনের সফরে জম্মু ও কাশ্মীর সফরে গেছেন নরেন্দ্র মোদী। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে শ্রীনগরে প্রধানমন্ত্রী মোদী। তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর এই প্রথম কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গেলেন তিনি।

জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় উপত্যকায় যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে। রেড জোন এলাকাগুলিতে টহল দিচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। এছাড়াও অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং হাই-টেক নজরদারি ডিভাইস নিয়ে ভূস্বর্গে জওয়ানরা সতর্ক রয়েছেন।

ভোট কাটাতে বিশ্বাসী নয় সিপিআইএম ইয়েচুরি

কলকাতা, ২০ জুন (হি.স.) : রাজ্যে সদ্য মিটেছে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন। আর সেই ভোটে বিপুল আসন পেয়ে জয় লাভ করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। কিন্তু ভোট মিটতেই সিপিআইএম দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে তারা বিজেপির ভোট কেটেছে। বৃহস্পতিবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিট মুখ্য কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি সাংবাদিক বৈঠক করে সেই কথা খন্ডন করলেন। তিনি স্পষ্ট এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, ''''আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে।

আমরা কোনো দলের ভোট কাটিনি। আমাদের লড়াই প্রথম থেকেই তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল। আমরা সেই লক্ষ্যেই মানুষের কাছে সমর্থন প্রার্থনা করেছি। মানুষের সমর্থন পেয়েছি। আমরা কারুর ভোট কাটিনি। এটা ঠিক একটা ষড়যন্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে।'''' প্রসঙ্গত, সিপিআইএম এর বিরুদ্ধে ১২ টি আসনে বিজেপির ভোট কাটার অভিযোগ উঠেছে।

তিস্তায় দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ২০ জুন (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে কালিম্পংয়ের কাছে তিস্তায় একটি দেহ ভাসতে দেখা যায়। পুলিশ উদ্ধার করে দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। তবে পরিচয় এখনও জানা যায়নি। এদিন সকালে তিস্তা রঙ্গিত রেসকিউ টিমের নেত্রী শান্তি রাই দেহটি লক্ষ্য করেন। তাঁর বক্তব্য, সম্ভবত সিকিম থেকে দেহ ভেসে এসেছে। একটি গবাদি পশুও ভেসে যেতে দেখা গিয়েছে। তিস্তায় প্রচণ্ড স্রোত থাকায় দেহটি ভেসে সেবকের দিকে চলে আসে। তিস্তা রঙ্গিত রেসকিউ টিমের তরফে তা উদ্ধার করা হয়। মনে করা হচ্ছে, সিকিমে সাম্প্রতিক দুর্যোগের জেরে কারও মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। সেই দেহটিই হয়তো ভেসে এসেছে।

করিমগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, বাড়ছে তিন নদীর জল, ভাসছে জেলা সদর শহর সহ ২৮০টি গ্রাম

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। বাড়ছে জেলার প্রধান তিন নদী লঙ্গাই, কুশিয়ারা এবং সিংলার জল। ফলে জেলার মানুষকে বন্যাতঙ্ক তাড়া করছে। বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত এলাকায়। আপাতত বৃষ্টি কমলেও, গত কয়দিনের লাগাতার বর্ষণে জেলার প্রায় ২৮০টি গ্রাম বন্যার কবলে পড়েছে। জনমগ্ন জেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

করিমগঞ্জ জেলা সদর শহরের নীলমণি রোড এবার প্রথম বন্যার জলে ডুবেছে। সুভাষনগর কালীবাড়ির ভেতরে, মদনমোহন রোড জলমগ্ন। বহু দোকানঘরে জল ঢুকেছে।

গত কয়দিনের অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বহু নাগরিক উঁচু স্থানের সন্ধানে নদী তীরবর্তী বাঁধের ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে সংসার গড়েছেন। তাঁরা বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা এবং গবাদি পশু নিয়ে। একই দৃশ্য সুপ্রাকান্দি থেকে পোয়ামারা পর্যন্ত জাতীয় সড়কের পাশেও। এছাড়া লঙ্গাই রেলওয়ে স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে বহু পরিবার।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জ জেলা পুলিশ প্রশাসন সুপ্রাকান্দি থেকে পোয়ামারা পর্যন্ত জাতীয় সড়কে সব ধরনের যানবাহনের চালককে গতি নিয়ন্ত্রণ করে চলাচল করতে আহ্বান জানিয়েছে।

এদিকে বন্যার তোড়ে ভেসে গিয়েছে অনেক গ্রামীণ সড়ক। বেশিরভাগ জায়গায়ই বন্ধ হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। বুধবার রাতের টানা বৃষ্টি থেকে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। উদ্বেগ কাটছে না কোনওভাবেই।

লঙ্গাই, কুশিয়ারা নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। উপনদী সহ খাল-বিলের জলস্তরও আবার বাড়ছে। অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে এ বছরের দ্বিতীয় দফার বন্যা পরিস্থিতি।

করিমগঞ্জের লঙ্গাই রোডের উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। লঙ্গাইয়ের আশপাশ বহু এলাকা প্লাবিত। বহু এলাকায় বন্যার কবলে পড়েছে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার, টেলি যোগাযোগের টাওয়ার। ফলে অনেক জায়গায় ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বন্যার জলে আটকে পড়া বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশুদের উদ্ধার করছেন এসডিআরএফ জওয়ান এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা।

দ্বিতীয় দফার বন্যায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। জলমগ্ন গবিন্দপুর সহ উত্তর লাফাশাইল গ্রামে হাহাকার অবস্থা। ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আসছেন না নো-ম্যান্স ল্যান্ডের বাসিন্দারা। কারণ, বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতীরা যে কোনও সময় তাণ্ডব চালাতে পারে গ্রামে। যদিও বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। প্রশাসনের তথ্য, এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৭৯ জন মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩২৮ হেক্টর। জেলার মোট ৮০টি শিবিরে রয়েছেন ১৬,৪৯৮ জন পুরুষ, মহিলা সহ শিশু।

ত্রাণ শিবির এবং বন্যাক্রান্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের যাতে সমস্যা না হয় এ বিষয়ে আন্তরিক জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ। জলের প্যাকেট, হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ওয়াটার পিউরিফায়ার, ক্লোরিন সলিউশন ইত্যাদি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বিভিন্ন শিবিরে। প্রায় ৮০ জন কর্মচারী বিভিন্ন জায়গায় আপৎকালীন ভিত্তিতে কাজ করে চলেছেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ভয়ংকর বন্যা পরিস্থিতির পুনরাগমের আতঙ্ক তাড়া করছে করিমগঞ্জের জনমনে। যদিও জেলার দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ তথা জেলা প্রশাসন বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথার্থ পদক্ষেপ সহ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছে। বুধবার রাত ১১টা পর্যন্ত কুশিয়ারার জলস্তর ১৫.৫৯, লঙ্গাইয়ের ২৪.৪ এবং সিংলার জলস্তর ছিল ১৯.৩৬৫ মিটার। জল বাড়ছে।

কিউআর কোড স্ক্যান জানিয়ে দেবে আম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য

মালদা, ২০ জুন (হি.স.): অভিনব পদ্ধতি চালু হতে চলেছে। আমের গায়ের কিউআর কোড বলে দেবে আমের নাম। শুধু তাই নয় আম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও দেবে। স্ক্যান করে সহজেই মালদার আম কিনা সে তথ্য জানতে পারবেন আপনিও। নতুন এই পদ্ধতি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে মালদার আমে।

মালদা জেলা উদ্যান পালন দফতরের পক্ষ থেকে এই বছর থেকেই এই কিউআর কোড ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে মালদার লক্ষণভোগ, ফজলি ও হিমসাগর আম জিআই পেয়েছে। এই তিন প্রজাতির আমে প্রথম কিউ আর কোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। মালদার রতুয়ার দেব নারায়ন ঘোষ নামে এক আম চাষী প্রথম কিউআর কোড ব্যবহারে এগিয়ে এসেছেন। উদ্যান পালন দফতরের সহযোগিতা এই প্রথম তিনি তিনটি প্রজাতির আমে এই কিউআর কোড ব্যবহার করছেন। দিল্লি আম মেলায় তিনি আম নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে তাঁর বাগানের আম কিউআর কোড ব্যবহার করে বিক্রি হচ্ছে। আগামীতে উদ্যান পালন দফতরের উদ্যোগে জেলার সমস্ত কৃষকদের আমে এই কিউআর কোড ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে করে খুব সহজেই মালদার আম চিনতে পারবেন সাধারণ ক্রেতারা।

কেরলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, প্রস্তুত জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর

কোঝিকোড়, ২০ জুন (হি. স.) : কেরলে বর্ষা ঢুকে গেলেও গত কয়েকদিনে বৃষ্টিপাত কিছুটা কমে যাওয়ার পরে আবার নতুন করে ভারী বৃষ্টিপাতের আভাস দিল আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার জানা গেছে, মলপ্পুরম, কোঝিকোড় এবং কান্নুর জেলায় সতর্কতা জারি হয়েছে। এছাড়াও কেরলের আরও ৮ টি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে।

জানা যাচ্ছে, আবহাওয়া বিভাগের তরফে কেরলে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কবার্তার পরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলার একাধিক দলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ তামিলনাড়ুর আরাকোনামে স্টেশনের অপারেশনাল প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে আইএনএস রাজলি পরিদর্শন করেছেন।

প্রয়াত কালাইনের বিশিষ্ট সমাজসেবী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব সরজিৎ দাস

কালাইন (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কালাইনের বিশিষ্ট সমাজসেবী, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব সরজিৎ কুমার দাস আর নেই। বার্ধক্যজনিত রোগে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭-টা ৪০ মিনিটে কালাইন-ডিগাবর রোডে নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা এবং নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে।

উল্লেখ্য, কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার কালাইন সৎসঙ্গ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সহ প্রতিঋত্বিক ছিলেন সরজিৎ কুমার দাস। কালাইন মণ্ডল বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দাসের বাবা তথা কালাইন-ডিগাবর রোডে ওষুধের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দাস মেডিক্যাল হল-এর স্বত্বাধিকারী প্রয়াত সরজিৎ কুমার দাসের মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সরজিৎ কুমার দাসের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কাটিগড়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে তাঁর গুণমুগ্ধরা ছুটে আসেন কালাইনে তাঁর বাড়িতে। এদিন কাটিগড়া সৎসঙ্গ কেন্দ্র এবং বিহাড়া সৎসঙ্গ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। পরে বিকাল পাঁচটা নাগাদ বহুজনের উপস্থিতিতে কালাইন বাজারের সর্বজনীন শ্মশান কালীবাড়িতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

শিশু চুরি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশ সুপার

বারাসাত, ২০ জুন (হি.স.) : বিগত কয়েকদিনের শিশু চুরি নিয়ে উত্তাল হয়েছে বারাসাত। বুধবারও এই ঘটনায় তিনজনকে পাকড়াও করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ এসে গোটা ঘটনা সামাল দেয়। তদন্তের পর পুলিশ জানায় শিশু চুরির কোনো ঘটনা নেই। কিন্তু এলাকাবাসীর মনে ক্ষোভ পুলিশ আড়াল করতে চাইছে দোষীদের। তাই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বারাসাত ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের তরফ থেকে এসপি বারাসাত এক বেসরকারি স্কুলের সামনে সাধারণ অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের আশ্বস্ত করেন। সেখানে শিশু চুরির কোনো ঘটনা নেই। আতঙ্কে সাধারণ মানুষ বা অভিভাবক যাতে কোন ভুল সিদ্ধান্ত না নেন সেই জন্য তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। পাশাপাশি এলাকায় হ্যান্ডবিল বিলি করে প্যানিক দূর করার চেষ্টা করেন পুলিশ সুপার প্রতিক্ষা ঝারখাড়িয়া। তবে পুলিশ সুপারের কোথায় কিছুটা আতঙ্ক মুক্ত হলেও, এখনো পুরোপুরি আতঙ্ক মুক্ত হতে পারেনি অভিভাবকদের একাংশ।

জুলাই থেকে ফের চলবে গরিব রথ এক্সপ্রেস : এনএফ রেলওয়ে

গুয়াহাটি, ২০ জুন (হি.স.) : আগামী জুলাই থেকে দুই জোড়া গরিব রথ এক্সপ্রেসের পরিষেবা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এই ট্রেনগুলি আগরতলা-কলকাতা এবং গুয়াহাটি-কলকাতার মধ্যে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানের জন্য নির্ধারিত দিনগুলিতে চলবে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। প্রেস বার্তায় সব্যসাচী দে জানান, ট্রেন নম্বর ১২৫০২ আগরতলা-কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস আগামী ৩ জুলাই থেকে প্রত্যেক বুধবারে চলবে। ট্রেনটি আগরতলা থেকে ৭:৩৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৪:৩০ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছবে। একইভাবে ট্রেন নম্বর ১২৫০১ কলকাতা-আগরতলা গরিব রথ এক্সপ্রেস ৭ জুলাই থেকে প্রত্যেক রবিবার কলকাতা থেকে ২১:৪০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে মঙ্গলবার ০৫:১৫ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্যস্থানের জন্য ধর্মনগর, নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, কাটোয়া জংশন, ব্যান্ডেল জংশন ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। এছাড়া জানান, ট্রেন নম্বর ১২৫১৮ গুয়াহাটি-কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস আগামী ৬ জুলাই থেকে প্রত্যেক শনিবার চলবে। ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ২১:০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৪:৩০ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছবে। একইভাবে ট্রেন নম্বর ১২৫১৭ কলকাতা-গুয়াহাটি গরিব রথ এক্সপ্রেস ৪ জুলাই থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে ২১:৪০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৬:১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের জন্য গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, কাটোয়া জংশন, ব্যান্ডেল জংশন ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য ওই ট্রেনগুলিতে ১৬টি এসি-৩ টিয়ার ইকোনমি কোচ থাকবে বলে জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আগরতলা শহরে শোভাযাত্রা

আগরতলা, ২০ জুন (হি.স.) : ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এ উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার আগরতলায় এক শোভাযাত্রা বের হয়েছে। ২১ জুন দশম বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষে আয়ুষ মিশন এবং পশ্চিম জেলা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই শোভাযাত্রা।

সকালে আগরতলার মেলারমাঠ সংলগ্ন এগিয়ে চলো সংঘ থেকে এই শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় এগিয়ে চলো সংঘের সামনে এসে সমাপ্ত হয়। শোভাযাত্রায় অংশ নেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা শাখার অধিকর্তা রাজীব দত্ত, মিশনের যুগ্ম অধিকর্তা বিনয়ভূষণ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, এ বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম ''নিজের ও সমাজের জন্য যোগা''। শোভাযাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অতিথিরা যোগের গুরুত্ব ও উপকারিতার ওপর বক্তব পেশ করেছেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এ খবর জানিয়েছেন।

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রীমতি ময়ূরী বেগম (১৯) পিতা মহম্মদ মনসুর আলী সাং-বিজিতনগর, থানা — কৈলাশহর মহিলা থানা, উনকোটি ৮ ত্রিপুরা। গত ২৫.০৫.২৪ ইং তারিখে নিজ পিতার বাড়ি হইতে বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা:- বয়স ১৯ বছর, উচ্চতা ৪ ফুট, গায়ের রং-শামলা, মুখমণ্ডল- গুলাকার, চুল- লম্বা কালো,। কৈলাশহর মহিলা থানার জি. ডি. ই নাম্বার ০৪ তারিখ ২৫.০৫.২০২৪ উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা

১. এস পি উনকোটি কৈলাশহর ফোন নং — ০৩৮২৪-২২২৩৯২.

২. এস ডি পি ও কৈলাশহর ফোন নং — ৮৮৩৭৩২৩২৭০

৩. ও সি মহিলা থানা কৈলাশহর ফোন নং - ৭০০৫০৫৪২৭৬

ICA-D-324/24

NIT NO: e-PT-05/W/EE/RDAD/2024-25 Dt. 19/06/2024

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 10/07/2024 for 1(One) no work named 'Construction of Academic Building under SCERT, West Tripura District under Teacher's Education Head in Tripura under Samagara Shiksha during the year 2023-24 (PWD SOR-2020)' of Rs. 4.92 Crore. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/346/24

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PNIET No: 20/EE/CCD/PWD/2024-25, Dated, 15-06-2024

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Special maintenance of Secretariat building during the year 2024-25/SH: Renovation of bathroom at Hon'ble Chief Minister's office by replacement of all sanitary goods, tiles work, painting work and Steel Railing work at Balcony, including repair of aluminium window at Room no.7310, 7311, B-7, ground floor legal cell & PMGSY Department and brick work, R.C.C work, plaster work at B-6, Ground floor Punjab National Bank and Pass counter etc. work under Capital Complex Division. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIET No: 19/DNIT/EE/CCD/PWD/2024-25
Estimated Cost: 3,37,820.00
Earnest Money: ?6,756.00 and Time for completion: 30 (thirty) days
Last date & time for online Bidding: 29-06-2024 upto 3:00 PM

ICA/C/ 351/24

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIE-T NO. 09/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25 Dated:13/06/2024

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s)from reputed resourceful Manufacturers / AuthorizedSales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre/Service Provider in Tripura for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Providing, installation and commissioning High Wall Split Type Air Conditioning Machines in the office chamber of the Judge and Principal Counselor family Court, Khowai District, Khowai DNIeTNo.08/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2024-25.	Rs2,97,875.00	Rs5,958.00	15(Fifteen) Days	Up to 3:00 PM on 26/06/2024	At 3:30 PM on 26/06/2024

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/356/24

Executive Engineer
Mechanical Division,
PWD, Agartala

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

NOTIFICATION

Dated, 20th June, 2024

Reference; - Advertisement No. 11/2023 dated 05.08.2023

This is for information of all concerned that the results of the Written Examination held on 25.02.2024 for recruitment to the post of Assistant Chief Electoral Officer (Computerization) (Group-A Gazetted) under Election Department, Government of Tripura has been uploaded in www.tpsc.tripura.gov.in and the Interview/Personality Test of the provisionally qualified candidates is scheduled to be held in the Commission's Secretariat at Agartala on 2nd August, 2024.

For further details please visit www.tpsc.tripura.gov.in.

The Commission shall not be responsible for printing error by the published media, if there be any.

(S MOG, LAS)
SECRETARY, TPSC

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অ্যান্ড্রয়েড ফোন এ বার থেকে আপডেট করা যাবে ৭ বছর পর্যন্ত

বছর দুয়েক আগে জন্মদিনে নিজেকেই নিজে একটা দামি স্মার্টফোন উপহার দিয়েছিলেন। সেই ফোন তিন বছরে পা দেওয়ার আগেই দেহ রেখেছে। এককাঁড়ি টাকা দিয়ে ফোন কিনে এত তাড়াতাড়ি বাতিলের খাতায় চলে গেলে খারাপ তো লাগবেই! ফোন অমর নয়। এক বার কিনলে আজীবন দারুণ ভাবে সঙ্গে থেকে যাবে, এমন ভাবনা একেবারেই অমূলক।

তবে তাই বলে সঞ্চয়ের অনেকটা অংশ দিয়ে কেনা সাধের স্মার্টফোনটি অন্তত ৩-৪ বছরও টিকবে না, সেটাও মেনে নেওয়া যায় না। প্রতিটি স্মার্টফোনের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থাকে। সেই দিনটি আসে যখন ফোনের সফওয়্যার আপডেট নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আইফোনের ক্ষেত্রে আপডেট নেওয়ার সময়সীমা লম্বা হলেও, গুগল অর্থাৎ স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে বছর তিনেকের মাথায় এটা হতো। তবে এ বার তিন বদলে গিয়ে সাত হতে চলেছে। অর্থাৎ ৭ বছর পর্যন্ত বিনা আপডেটে দিব্যি কাজ করবে স্মার্টফোন। স্যামস্যাং এবং গুগ্ল এর মতো অ্যান্ড্রডয়েড ডিভাইস নির্মাতা অ্যাপল সংস্থার মতো তাদের ফোনগুলিকে দীর্ঘায়ু করে তুলতে বদ্ধপরিকর। সেটা এমনি এমনি হবে না। কী ভাবে করতে হবে?

ফোনের ব্যাটারি পরিবর্তন

ব্যাটারি হল ফোনের হৃদ্যন্ত্র। ফোন ভাল রাখতে তাই ব্যাটারির যত্ন নিতে হবে। ফোন কেনার পর নতুন ব্যাটারি বছর দুয়েক পর্যন্ত দারুণ পরিষেবা দেয়। কিন্তু তার পর থেকেই বিগড়ে যেতে শুরু করে। তাই দু'বছর অন্তর ফোনের ব্যাটারি পরিবর্তন করা জরুরি।

মজবুত ফোনের "গ্লাস"

ফোন হাত থেকে অসাবধানে ফেলে দেওয়ার প্রবণতা থাকলে সুরক্ষার "গ্লাসটি" হওয়া চাই মজবুত। অনেকেরই মাঝেমাঝেই ফোন মাটিতে পড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে ভাল মানের "গ্লাস" ফোনে লাগানো জরুরি, যাতে মাটিতে আছাড় খেয়েও না ভাঙে। কারণ বার বার ফোনের "গ্লাস" বদলালে ফোন নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে।

পরিষ্কার রাখা

রাস্তায় থাকুন অথবা বাড়িতে অধিকাংশ সময় ফোন হাতে থাকে। চার্জ দেওয়ার জায়গা, হেডফোন গোঁজার স্থান দিয়ে অনেক সময় ধুলোবালি ফোনের মধ্যে চলে যায়। ধুলোবালি জমে ফোন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ফোনে একটা "কভার" পরিয়ে রাখতে পারলে ভাল।

উল্লেখ্য, নতুন ফোন কেনার সময় অনেকেই ভবিষ্যতে কতটা সুবিধা পাওয়া যাবে, ,সেটা যাচাই করে কেনেন। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁরা দক্ষ, তাঁদের মত ফোনের আপগ্রেড হোক কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তা সাম্প্রতিক সময়ে কতটা পাওয়া যাচ্ছে। সংস্থার নীতি যাই হোক, ফোন কেনার সময় এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে।

আমলকি এবং আদার শরবত নিয়ম করে খেলে ওজন কমবে

ওজন এবং রক্তচাপ দুই-ই একসঙ্গে কমানো সহজ নয়। তবে এই দু'টোই নিয়ন্ত্রণে না রাখলে মুশকিলে পড়তে হতে পারে। রক্তচাপ বাড়লে হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়ে। তেমনি ওজন স্বাভাবিকের বেশি হলে, সেটাও শরীরের পক্ষে ভাল নয়। সেক্ষেত্রে খাওয়াদাওয়ায় বিধিনিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন। হেঁশেলেই এমন অনেক জিনিস থাকে, যেগুলি বেশ কিছু রোগের সঙ্গে সহজেই মোকাবিলা করতে পারে। আবার ওজন কমাতেও সহায়ক। তার জন্য ভরসা রাখতে হবে তিন পানীয়ের উপর।

আমলকি এবং আদার শরবত

আমলকি এবং আদা দুই-ই উচ্চ রক্তচাপের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আমলকিতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং ভিটামিন সি, যা রক্ত চলাচল সচল রাখে এবং রক্তচাপের মাত্রাও কমাতে সাহায্য করে। একই ভাবে আদাও রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখে। সেই সঙ্গে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আমলকি এবং কয়েক টুকরো আদা একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে শরবত বানিয়ে নিন। খালিপেটে নিয়ম করে খেলে উপকার পাবেন। ধনেবীজের শরবত- ধনে শরীরে জমে থাকা বাড়তি সোডিয়াম এবং জল বাইরে বার করে দেয়। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য সোডিয়াম বিপজ্জনক। তবে ধনে বীজে থাকা কিছু স্বাস্থ্যকর উপাদান সোডিয়ামের মাত্রা বাড়তে দেয় না। তাই উচ্চ রক্তচাপ হলে তরকারিতে দিয়ে হোক কিংবা শরবত বানিয়ে, ধনে খাওয়া জরুরি। আগের দিন রাতে এক কাপ জলে ধনে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছেঁকে নিয়ে এই জল খান। রক্তচাপের মাত্রা কয়েক দিনেই নিয়ন্ত্রণে আসবে। বিট আর টোম্যাটোর শরবত- সব্জি হিসাবে দু'টিরই গুণ অনেক। ত্বকের যত্ন নেওয়া থেকে শরীরের দেখাশোনা সবেতেই বিট আর টোম্যাটো সত্যিই উপকারী। রক্তচাপের মাত্রা কমাতেও এই দুইয়ের জুড়ি মেলা ভার। টোম্যাটোতে রয়েছে লাইকোপেন, বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন ই, যা অত্যন্ত কার্যকর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। তাই টোম্যাটো খেলে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোসলিক দু'ধরনের উচ্চ রক্তচাপ থেকেই দূরে থাকা যায়। একই ভাবে বিটের স্বাস্থ্যগুণ কম নয়। বিটে রয়েছে নাইট্রেটস, যা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। রক্ত চলাচলও সচল রাখে।। বিট এবং টোম্যাটো একসঙ্গে রস করে খেতে পারলে সুফল মিলতে বাধ্য

পোষ্য সারমেয় কষ্টে রয়েছে, কী ভাবে বুঝবেন?

আদুরে ডাক কুঁইকুঁই, আর রেগে গেলে গর্রর! পোষ্য সারমেয়র এমন আচরণ ও ডাকের সঙ্গে কয়েক দিনেই পরিচিত হয়ে যান অভিভাবকরা। কিন্তু সব সময় কি সমস্ত ডাকের অর্থ বুঝতে পারেন সকলে?

ঠিক যেমন মনুষ্য-সন্তান। খুদের কান্নার কারণ দ্রুত ধরে ফেলেন মা, ঠিকই। কিন্তু সব সময়ই কি সঠিকটা বুঝতে পারেন?

শিশুর ক্রমাগত কান্নায় মা'ও এক সময় ধন্দে পড়েন, কেন কাঁদছে সে? শরীরে কোনও কষ্ট হচ্ছে! না কি অন্য কিছু? আপনার পোষ্যের ক্ষেত্রেও তেমন কিছু হচ্ছে কি না বুঝবেন কী করে?

১. সারমেয়র আচরণে কোনও বদল হচ্ছে কি না সেটা অবশ্যই লক্ষ করা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় পোষ্য চিৎকার করেই চলেছে। রেগে যাচ্ছে সে। অথচ তার এ ভাবে ডাকাডাকির কোনও কারণই নেই। একবার হলে বিষয়টা এক রকম, কিন্তু বার বার এমনটা হলে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

২. এমনিতে হয়তো লোকজন, খেলাধুলো দিব্যি পছন্দ করে আদরের পোষ্যটি। কিন্তু হঠাৎ দেখলেন সে শুয়ে রয়েছে দীর্ঘ ক্ষণ, খেলা বা দস্যিপনা আচমকা কমে গিয়েছে। আপনাকে দেখলেও আর দৌড়ে আসছে না। তখন কিন্তু বুঝতে হবে সমস্ত কিছু ঠিক না'ও থাকতে পারে।

৩. আদরের সারমেয়টির বসা বা হাঁটাচলায় কোনও বদল হচ্ছে কি না দেখতে হবে। হয়তো আদর করতে গেলেন, সে সরে গেল বা ককিয়ে উঠল। তখন বুঝতে হবে, শরীরে কোথাও ব্যথা আছে। কোনও পা আলতো করে রেখে বসছে কি না বা হাঁটাচলা লক্ষ করেও বোঝা সম্ভব, পোষ্যের মধ্যে সমস্যা রয়েছে কি না।

৪. আচমকা খিঁচুনি শুরু হলে বা কাঁপতে থাকলে শীতের দিনে বিষয়টি ঠান্ডা ভেবে উড়িয়ে না দেওয়াই ভাল। একাধিক কারণে পোষ্যের শরীরে এমন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সে রকম দেখলে দ্রুত তাকে পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

৫. পোষ্য অসুস্থ হলে তার খাওয়া, ঘুমের রুটিনও বদলে যাবে। এমনটা টানা হতে থাকলে সতর্ক হতে হবে।

শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না গেলে ডিহাইড্রেশনের আশঙ্কা থাকে

শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না গেলে ডিহাইড্রেশনের আশঙ্কা থাকে। গরমে অত্যধিক ঘাম, বমি বা ডায়েরিয়ার মতো রোগ হলে শরীর থেকে বেশি পরিমাণে জল বেরিয়ে যায়। তখন নানা ভাবে শরীর জানান দেয় যে, ডিহাইড্রেশনে ভুগছেন আপনি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেগুলি বুঝতে পারি না। শিশুদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেশি।

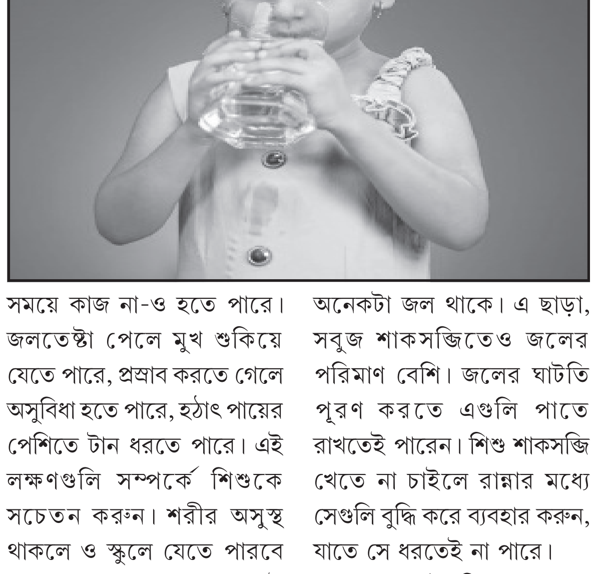

অনেক খুদেকেই জল খাওয়ানো দুরূহ ব্যাপার। অথচ জল কম খাওয়ার কারণে শরীরে দেখা দিচ্ছে নানা রকম সমস্যা। চিকিৎসকদের মতে, গরমের সময় জল কম খাওয়ার জন্যই কিন্তু বেশির ভাগ শিশু সর্দিকাশি, ফ্লু, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগে। তবে, জল খেতে চায় না বলে শিশুদের দোষারোপ করে লাভ নেই। বাবা-মায়েদেরই ছোট থেকে জল খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে। জেনে নিন, খুদেকে জল খেতে উৎসাহী করে তোলার কিছু সহজ উপায়।

১) বুঝিয়ে বলুন: বকুনি দিয়ে সব সময়ে কাজ না-ও হতে পারে। জলতেষ্টা পেলে মুখ শুকিয়ে যেতে পারে, প্রস্রাব করতে গেলে অসুবিধা হতে পারে, হঠাৎ পায়ের পেশিতে টান ধরতে পারে। এই লক্ষণগুলি সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করুন। শরীর অসুস্থ থাকলে ও স্কুলে যেতে পারবে না, খেলতে যেতে পারবে না এই সব কথা বুঝিয়ে বলুন।

২) ফল ও সব্জিতে নজর: যে সব ফল বা সব্জিতে জলের ভাগ বেশি, সে সব খুদেকে বেশি করে খাওয়াতে হবে। মুসাম্বি, আনারস, তরমুজ, শসা এই জাতীয় ফলে অনেকটা জল থাকে। এ ছাড়া, সবুজ শাকসব্জিতেও জলের পরিমাণ বেশি। জলের ঘাটতি পূরণ করতে এগুলি পাতে রাখতেই পারেন। শিশু শাকসব্জি খেতে না চাইলে রান্নার মধ্যে সেগুলি বুদ্ধি করে ব্যবহার করুন, যাতে সে ধরতেই না পারে।

৩) অভ্যাস তৈরি করা: জল খাওয়ার অভ্যাস চাইলেই এক দিনে করানো যায় না। শিশুদের সেই অভ্যাস তৈরি করতে হবে। ওকে জল খাইয়ে দেওয়ার বদলে নিজের হাতেই খেতে দিন। ওর জল খাওয়ার জন্য আলাদা গ্লাস ও বোতল বরাদ্দ রাখুন। ঘুম থেকে উঠে সবার আগে জল খাওয়ানোর অভ্যাস করান। ছোট থেকে এই অভ্যাসগুলি তৈরি হলে একটা সময়ের পর সে নিজেই জল চেয়ে খেতে চাইবে।

৪) আপনাকে দেখেই শিখবে খুদে: ছোটরা দেখেই শেখে। তাই তার মধ্যে জল খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করতে চাইলে আপনাকেও বার বার জল খেতে হবে। আর এই কাজটা তার সামনেই করতে হবে। তা হলেই শিশুর মধ্যে জল সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাবে। আর তার পর সে নিজেই বোতল হাতে তুলে জল খেয়ে নেবে। তাই আজ থেকেই এই পন্থা অনুসরণ করতে ভুলবেন না যেন!

৫) খেলার ছলে জল খাওয়ান: অনেক সময়ে আদর করে, ভালবেসে তাদের বুঝিয়েও কাজ হয় না। তাদের বুদ্ধির সামনে কোনও ফন্দিফিকিরই কাজে লাগে না। তখন খেলার ছলে, গল্প বলে, মজা করে জলের বিকল্প হিসাবে ফলের রস, ডাবের জল, স্যুপ খাওয়ানো যেতে পারে।

চিনি খাওয়া কী ভাবে রাশ টানবেন?

রসগোল্লা, মালপোয়া, জিলিপির মতো মিষ্টি খেতে ভালবাসেন না এমন বাঙালি কমই আছেন। অনেকে আছেন যাঁরা সরাসরি মিষ্টি না খেলেও বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে চিনি ঢোকে শরীরে। স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই আছেন, যাঁরা সচেতন ভাবে চিনি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কেউ ওজন কমানোর ইচ্ছায়, কেউ আবার ডায়াবিটিসের ভয়ে চিনি খাওয়া ছাড়তে চাইছেন।

কর্মব্যস্ত জীবনে খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম, ঘুমের ঘাটতি, অত্যধিক মানসিক চাপের কারণে শরীরে বাসা বাঁধে একাধিক রোগব্যাধি। স্থূলতা, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার আরও একটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হল চিনি খাওয়ার অভ্যাস। পুষ্টিবিদদের মতে, যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন, তাঁরা ১ মাসের জন্য চিনি খাওয়া ছাড়লেই হাতেনাতে ফল পাবেন। চিনিতে থাকে কেবলমাত্র ক্যালোরি, এতে কোনও রকম পুষ্টিগুণ থাকে না। ৬ মাস চিনি ডায়েট থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে কয়েক মাসেই ১০ থেকে ১৫ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলা যায়। ১ চামচ চিনি খেলে ১৯ ক্যালোরি শরীরে যায়। হঠাৎ করে চিনি খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবলেও কাজটা কিন্তু মোটেও সহজ নয়। মদ, সিগারেট, চায়ের মতো একেবারে চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলে তার প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কের উপর। তাই গোটা প্রক্রিয়াটাই করতে হবে ধাপে ধাপে। ডায়েট থেকে চিনি বাদ দেওয়ার অর্থ কেবল চা, কফি বা রান্নায় চিনি বন্ধ করা নয়। আরও বিভিন্ন রকম খাবারের সঙ্গে শরীরে চিনি যেতে পারে। মিষ্টি, শরবত, প্যাকেটজাত ফলের রস, প্রক্রিয়াজাত খাবার সবেতেই লুকিয়ে আছে প্রচুর চিনি। কী ভাবে ছাড়বেন চিনি খাওয়া? ১) চিনি ও ক্রিম ছাড়া চা, কফি খেতে শুরু করুন। ২) বেশ কিছু প্যাকেটজাত খাবার যেমন পাউরুটি, সস, দই, ফলের রস, গ্রিক ইওগার্ট সবেতেই চিনি থাকে। তাই এর বদলে হাতে বানানো রুটি, টাটকা ফলের রস, ঘরে পাতা দই খেতে পারেন। যে কোনও প্যাকেটজাত খাবার কেনার আগে উপকরণ দেখে তবেই কিনুন। চিনির বদলে গুড় বা মধু থাকলেও সতর্ক হোন। ৩) কর্ন সিরাপ, ম্যাপেল সিরাপ, মধু, গুঁড়ো দুধ, গুড়, ব্রাউন সুগার সবেতেই চিনি থাকে। তাই এ সব খাবারও বন্ধ করুন। ৪) প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস থাকলেও সতর্ক হোন। প্রক্রিয়াজাত খাবারেও ভাল মাত্রায় চিনি থাকে। তাই এই সব খাবারও বন্ধ করতে হবে। ৫) চিনির সঙ্গে সঙ্গে অনেকে কার্বোহাইড্রেট, যেমন ভাত বা রুটি খাওয়াও বন্ধ করে দেন। তবে শারীরিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য কিন্তু কার্বোহাইড্রেট প্রয়োজন। তাই পুষ্টিবিদর পরামর্শ ছাড়া কার্বোহাইড্রেট খাওয়া একেবারে বন্ধ করা উচিত নয়।

গরমে রোজের ডায়েটে কোন ফলটি খাবেন

ক্রমশ চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। বাইরে বেরোলোই মাথার উপর চড়া রোদ। গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে অনেকেই চুমুক দিচ্ছেন ঠান্ডা কিংবা নরম পানীয়ের গ্লাসে। কেউ কেউ আবার সোডা জাতীয় পানীয়ের উপর ভরসা রাখছেন খানিক ক্ষণের তৃপ্তির জন্য। এই ধরনের পানীয়ে শর্করার পরিমাণ অনেক বেশি। শরীরের উপকারের বদলে এই অভ্যাসে শরীরের ক্ষতিই হয়।

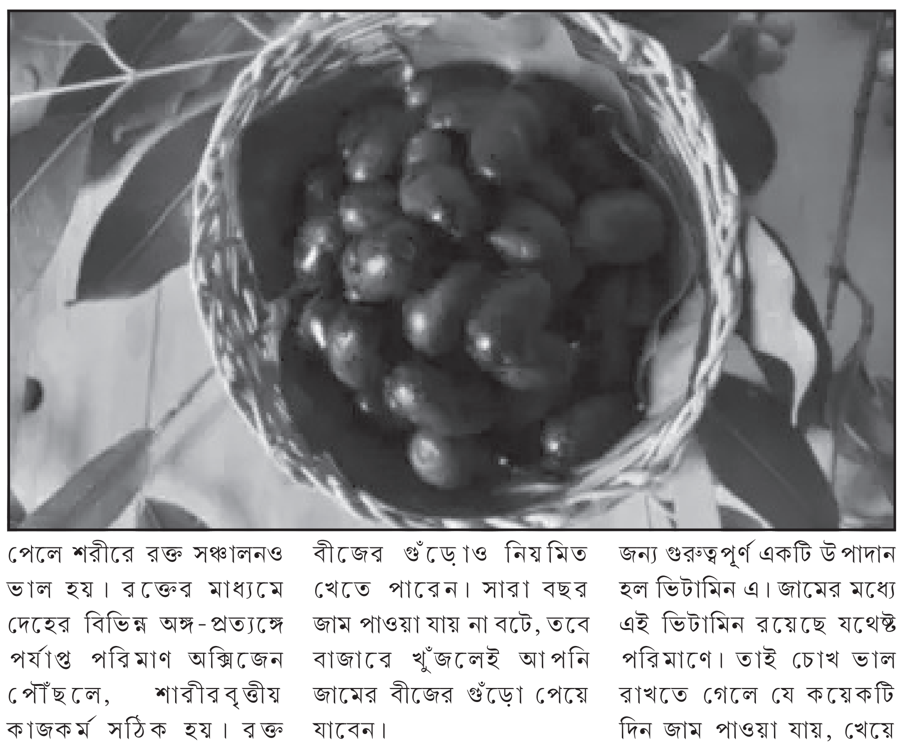

চিকিৎসকদের মতে, শরীর সুস্থ রাখতে সব সময় ভরসা রাখা উচিত মরসুমি ফলের উপর।

গরমে বাজারে ফলের অভাব নেই। তবে গরমে জামের কদর খানিকটা বেশি। জামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিগুণ। পটাশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ জাম শরীরের অনেক সমস্যার সমাধান করে। জেনে নিন, গরমের সময় কেন জাম রাখতেই হবে রোজের ডায়েটে।

১. হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে: ভিটামিন সি এবং আয়রনে ভরপুর জাম রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে শরীরে রক্ত সঞ্চালনও ভাল হয়। রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন পৌঁছলে, শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম সঠিক হয়। রক্ত থেকে যাবতীয় দূষিত পদার্থ শোষণ করে রক্ত পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে জাম। রক্ত পরিষ্কার থাকলে ত্বকেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ত্বক সুস্থ থাকে।

২. ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে: ডায়াবেটিকদের জন্য রোজ জাম খাওয়া ভীষণ উপকারী। জাম ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে। ডায়াবেটিকরা জামের বীজের গুঁড়োও নিয়মিত খেতে পারেন। সারা বছর জাম পাওয়া যায় না বটে, তবে বাজারে খুঁজলেই আপনি জামের বীজের গুঁড়ো পেয়ে যাবেন।

৩. কোষ্ঠকাঠিন্যের দাওয়াই: ডায়েটারি ফাইবার সমৃদ্ধ জাম কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে। দীর্ঘ দিন ধরে যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন, সুস্থ থাকতে তাঁরা ভরসা রাখতে পারেন জামে। জাম প্রিবায়োটিক খাবার। পাকস্থলীতে ভাল ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। হজমও ভাল হয়, নিয়মিত জাম খেলে।

৪. চোখের যত্নে: চোখের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হল ভিটামিন এ। জামের মধ্যে এই ভিটামিন রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। তাই চোখ ভাল রাখতে গেলে যে কয়েকটি দিন জাম পাওয়া যায়, খেয়ে নেওয়াই ভাল।

৫. হার্টের জন্য ভাল: ১০০ গ্রাম জাম থেকে পটাশিয়াম পাওয়া যায় প্রায় ৫৫ গ্রাম। হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পটাশিয়াম। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ধমনী সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে জাম খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদেরা।

ত্বকের যত্নে কালচে ছোপ মুছে ফিরবে ঔজ্জ্বল্য

কথায় আছে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তা সেই মুখ যদি রোদে কালো হয়ে যায়, পড়তে থাকে বলিরেখা কার মাথার ঠিক থাকে? তার উপর যদি রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে বসেন বা বিশেষ মানুষটির সঙ্গে দেখা করা, তা হলে তো দুশ্চিন্তার শেষ নেই! বেশি না ভেবে বরং জেনে নিন সহজ উপায়ে ত্বক কী ভাবে হয়ে উঠতে পারে সজীব ও সুন্দর।

হাতের কাছে থাকা ঘরোয়া উপাদানেই ত্বক হবে টানটান।

প্রথম ধাপ- পছন্দের যে কোনও ফেশওয়াশ দিয়ে মুখটা ধুয়ে নিন। মৃদু কোনও ফেসওয়াশ ব্যবহারের চেষ্টা করুন। ভাল করে জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ ধোয়া জরুরি।

দ্বিতীয় ধাপ- দিনভর ঘোরাঘুরি ও বাইরে বেরোনোর সময়ে মেকআপ করার ফলে চোখের কোণে, পাতায় লেগে থাকে কাজল। মুখেও রয়ে যায় প্রসাধনীর কিছুটা, যা ফেসওয়াশেও যায় না। দ্বিতীয় ধাপে তুলোয় "মাইসেলার ওয়াটার" দিয়ে মুখের প্রতিটি অংশ, চোখের নীচ, ভ্রূ পরিষ্কার করে নিন। এতে মুখের অবাঞ্ছিত তেল, নোংরা বেরিয়ে যাবে।

তৃতীয় ধাপ- এই ধাপে করতে হবে মাসাজ। ত্বক শুষ্ক হলে প্রয়োজন দুধের সর, আর তৈলাক্ত বা মিশ্র ত্বক হলে অ্যালো ভেরা জেল। দুধের সর বা অ্যালো ভেরা জেল দিয়ে মিনিট পাঁচেক হালকা হাতে মুখ মাসাজ করে নিন।

চতুর্থ ধাপ- চতুর্থ ধাপে ব্যবহার করতে হবে ফেস প্যাক। একটা বড় চামচ বেসন, এক চামচ মুলতানি মাটি ও এক তৃতীয়াংশ মেথির গুঁড়ো। পরিষ্কার জলে ভাল করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণ মুখে, গলায় লাগিয়ে নিন। পাঁচ থেকে সাত মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

চারটি ধাপে রূপটানের পরই কালচে হওয়া ত্বক হয়ে উঠবে পরিষ্কার। সান ট্যান গভীর ভাবে পড়লে উঠতে সময় লাগবে। তবে রোদ বেরোনোর জন্য বা ধুলো-দূষণে ত্বকে কালো ছোপ পড়লে এতেই ত্বক হয়ে উঠবে উজ্জ্বল।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় অর্থনৈতিক স্বাক্ষরতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

করিমগঞ্জের লঙ্গাই নদীর প্রবল স্রোতে তলিয়ে গেছে ফকিরাবাজার-নিলামবাজার সড়ক

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : বৃষ্টি কমলেও করিমগঞ্জ জেলায় অপরিবর্তিত বন্যা পরিস্থিতি। লঙ্গাই নদীর প্রবল জলস্রোতে তলিয়ে গেছে ফকিরাবাজার-নিলামবাজার সড়ক। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে প্রায় ১০০টি গ্রাম। ভয়াবহ অবস্থা দক্ষিণ করিমগঞ্জের।

করিমগঞ্জ জেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রায় লক্ষাধিক মানুষ। ত্রাণ শিবিরের জন্য হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। বহু পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সংসার নিয়ে ছুটছেন নদী তীরবর্তী বাঁধে। বহু ত্রাণ শিবিরে পৌঁছেনি খাদ্য সামগ্রীর গাড়ি।

বুধবার রাতে জাতুয়া গ্রামের পাশ্ববর্তী এফএন রোড বন্যার জলে তলিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকালে ছুটে গেছেন উত্তর করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ মিশনরঞ্জন দাস। ছুটে গিয়েছেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, বিজেপি জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য সহ জেলার বেশ কয়েকজন নেতা।

সংঘের প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ গঙ্গাশঙ্কর মিশ্র প্রয়াত

ফরিদাবাদ, ২০ জুন (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ গঙ্গাশঙ্কর মিশ্র বৃহস্পতিবার দুপুরে সর্বোদয় হাসপাতালে প্রয়াত হন। বুধবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন সন্ধ্যা ৬টায় ৮ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

গঙ্গাশঙ্কর মিশ্র তার পরিবারের সাথে সেক্টর-৮-এ থাকতেন এবং ইন্ডিয়ান অয়েল থেকে অবসর নিয়েছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। বুধবার রাতে শ্বাসকষ্ট হলে তাকে দ্রুত সর্বোদয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের মতে, তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। এরপর থেকে তিনি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে আবারও তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয় এবং তিনি মারা যান। গঙ্গাশঙ্কর মিশ্রের আকস্মিক মৃত্যু সংঘ পরিবারের জন্য একটি বড় ক্ষতি বলে মনে করা হচ্ছে।

গঙ্গা শঙ্কর রেখে গেলেন স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে। এদিন সন্ধ্যা ৬টায় ৮ নম্বর সেক্টরের শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর মৃত্যুর খবরে শহরজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী কৃষ্ণপাল গুর্জার, ক্যাবিনেট মন্ত্রী মুলচাঁদ শর্মা, বিধায়ক সীমা ত্রিখা, বিজেপির মুখপাত্র রাজীব জেটলি, জেলা সভাপতি রাজকুমার ভোহরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন।

শ্রীলঙ্কা সফরে এস জয়শঙ্কর, সাক্ষাৎ করলেন সে দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

কলম্বো, ২০ জুন (হি.স.): শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে সে দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর দ্বীপ রাষ্ট্র সফরে গিয়ে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী দীনেশ গুণবর্ধনের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর জানান, 'উন্নয়ন এবং যোগাযোগ প্রয়াসের মাধ্যমে ভারতের দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের উন্নয়ন সহায়তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি শ্রীলঙ্কার জনগণের আশা-আকাঙ্খার জন্য সরবরাহ হতে থাকবে।'

এরপর শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জয়শঙ্কর। বৃহস্পতিবার রনিল বিক্রমাসিংহে ও এস জয়শঙ্কর যৌথভাবে ক্যান্ডি, নুওয়ারা এলিয়া এবং মাতালে জেলায় ভারতীয় আবাসন প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ১০৬টি বাড়ির উদ্বোধনের স্মরণে একটি ডিজিটাল ফলক উন্মোচন করেছেন।তাঁরা কলম্বো এবং ত্রিনকোমালির মডেল গ্রাম থেকে তাঁদের নিজ নিজ সুবিধাভোগীদের কাছে ৪৮টি বাড়ি হস্তান্তর করেছে।

বাঁকুড়ায় এলাকার বাঁধ তৈরির সময় মাটিতে ধস, চাপা পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের

বাঁকুড়া, ২০ জুন (হি.স.) : বাঁকুড়ার খাতড়া থানার রতনপুর এলাকার বাঁধ তৈরির সময় মাটিতে ধস নেমে তাতে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে শ্রমিকের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দুজন শ্রমিক। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুলিশ জানিয়েছে মৃত মহিলা শ্রমিকের নাম নিয়তি মান্ডি। মৃত ও আহতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ ঘটনাস্থলে মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলের মাটি সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

বাঁকুড়ার খাতড়া থানার রতনপুর এলাকায় স্থানীয় একটি জোড়ের (ছোট নদী) উপর চেক ড্যাম তৈরির উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। এক ঠিকাদার কাজের বরাত পায়। নদী সংলগ্ন পাড়ের মাটি কেটে চেক বাঁধ তৈরির কাজ শুরু করে বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থা। এরপর আজ সকালে স্থানীয় শ্রমিকরা যখন মাটি কাটছিলেন সেই সময় আচমকাই পাড়ের মাটি ধসে পড়ে শ্রমিকদের উপর। মাটিতে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিয়তির। মৃত শ্রমিকের বাড়ি স্থানীয় যাদুরবনকাটা গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন স্থানীয় কবিতা মুর্মু ও দিপালী সোরেন।

দ্রুত এলাকাবাসী ধসের মাটি সরিয়ে আহত দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে প্রথমে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ওই দুই আহতকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে মৃতদেহটি ঘটনাস্থলে আটকে রেখে বিক্ষোভে সামিল হন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ চলার পর প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ওঠে। পরে খাতড়া থানার পুলিশ ধসের মাটি সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়।

২০ ঘণ্টা পরও অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে আন্দোলন অব্যাহত কোচবিহার মেডিকেলে

কোচবিহার, ২০ জুন (হি.স.) : বুধবার বিকেল থেকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ নির্মলকুমার মণ্ডলকে ঘেরাও করে রেখেছে সেখানকার পড়ুয়ারা। সারারাত ধরে সেই ঘেরাও চলে। প্রায় ২০ ঘণ্টা পর বৃহস্পতিবার দুপুরেও সেই আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। এখনও আটকে রয়েছেন অধ্যক্ষ। একটানা ঘেরাও কর্মসূচি চলায় দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছে এমজেএন মেডিকেলে।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, মেডিকেল কলেজের পঠনপাঠনের ক্যাম্পাসটি নোংরা অবস্থায় থাকছে। মাঠ পরিষ্কার না করায় সেখানে আগাছা হয়ে গিয়েছে। হস্টেল পরিষ্কারের আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি। অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং ও পড়ুয়াদের হোস্টেলে পানীয় জলের অভাব রয়েছে। এছাড়াও বেশকিছু দাবিতে আন্দোলন শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। অধ্যক্ষ ডাঃ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের কিছু দাবি রয়েছে। সেগুলি মেটানোর জন্য ইতিমধ্যে কাজও শুরু হয়েছে। তারপরেও সারারাত ধরে ঘেরাও করে রাখা কখনই শোভনীয় নয়।'

ওড়িশা বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত সুরমা পাধি, বললেন খোলা মনে কাজ করব

ভুবনেশ্বর, ২০ জুন (হি.স.): সপ্তদশ ওড়িশা বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন বিজেপি নেত্রী সুরমা পাধি। বৃহস্পতিবার সর্বসম্মতভাবে ওড়িশা বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপি নেত্রী তথা রণপুরের বিধায়ক সুরমা পাধি। ওড়িশা বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার পর সুরমা পাধি বলেছেন, 'দল আমাকে স্পিকার পদের দায়িত্ব দেওয়ায় আমি খুবই খুশি।' একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, 'আমি নিশ্চিত করব যে সরকার ওড়িশার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। আমি এর আগেও বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছি। খোলা মন নিয়ে কাজ করব। আমি বিরোধী দলকে সম্মান করি, যেখানে অনেক সিনিয়র নেতা রয়েছেন এবং আশা করি তাঁরা ওড়িশাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করবেন।'

দেশবাসীকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগাম শুভেচ্ছা মোহন যাদবের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): শুক্রবার (২১ জুন) গোটা বিশ্ব জুড়ে পালিত হবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সমগ্র ভারতব্যাপী যোগ দিবস পালন হবে। এবছর জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে হবে মূল অনুষ্ঠান।

দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দেশবাসীকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী যোগ দিবস শুরু করার পর থেকেই গোটা বিশ্বে যোগব্যায়াম নিয়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। যোগ দিবসের এই মহান উদ্যোগে অংশ নেবে মধ্যপ্রদেশ সরকারও।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে ২১ জুন দিনটি পালিত হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে। যার নেপথ্যে ভারতের ভূমিকাই প্রধান।

চন্দ্রভাগা নদীর ওপর তৈরি চেনাব সেতু দিয়ে সফল পরীক্ষামূলক সফর ট্রেনের

শ্রীনগর, ২০ জুন (হি. স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে চন্দ্রভাগা নদীর উপরে তৈরি হয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু 'চেনাব ব্রিজ'। বৃহস্পতিবার সেতুর ওপর দিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হল ট্রেনের পরীক্ষামূলক সফর।

উল্লেখ্য, এই সেতু দিয়ে রামবান থেকে রিয়াসি পর্যন্ত চলবে ট্রেন। রেল আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের এই সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

বন্যা : নগাঁওয়ের ৩৫টি গ্রাম জলের তলায়, কৃষিখেতের ব্যাপক ক্ষতি

নাগাঁও (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : বন্যার জলে ভাসছে নগাঁও জেলার ৩৫টি গ্রাম। বিপর্যস্ত নাগরিককুল, প্রায় ১,০৮৯ হেক্টর কৃষিখেতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

নগাঁওয়ে চলমান ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছেন ৩৫টি গ্রামের মানুষজন। তাদের ধানখেত, শাক-সবজি খেত নষ্ট হয়ে গেছে। বিপাকে পড়েছেন গৃহপালিত গবাদি পশু নিয়ে।

কপিলি নদী বইছে বিপদসীমার ওপর দিয়ে। ফলে নদী সংলগ্ন জনবসতির গ্রামাঞ্চল ও শহরে হু হু করে ঢুকছে জল। প্লাবিত হয়ে পড়ছে নতুন নতুন অঞ্চল। বন্যায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে কামপুর রাজস্ব সার্কল।

জন্মদিনে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ৬৬তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে দিল্লির পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পার্সন উইথ ফিজিক্যাল ডিসএবিলিটিজ-এ যান রাষ্ট্রপতি। সেখানে বিশেষভাবে সক্ষম শিশু এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

উল্লেখ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এদিন রাষ্ট্রপতি এস্টেটে মিট্টি ক্যাফের উদ্বোধন করেছেন। রাষ্ট্রপতি এদিন ক্যাফেতে সময়ও কাটান এবং কর্মীদের সঙ্গে তাঁর জন্মদিন উদযাপন করেছেন।

উল্লেখ্য, ৬৬তম জন্মদিনের সকালে দিল্লির জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিতে যান রাষ্ট্রপতি। জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ নিয়ে দিনের সূচনা করেন। প্রসঙ্গত, জন্মদিনে দ্রৌপদী মুর্মুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

তাপপ্রবাহ থেকে স্বস্তি পঞ্জাব—হরিয়ানায়, এখনই রেহাই নেই দিল্লির

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): জুনের শুরুতেই গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তীব্র তাপপ্রবাহে নাকাল দেশবাসী। এর মাঝেই খানিক স্বস্তির বার্তা পঞ্জাব এবং হরিয়ানায়। এই রাজ্যগুলির উপর থেকে তাপপ্রবাহের সতর্কতা তুলে নিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। তবে এখনই স্বস্তি মিলবে না দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে। সেখানে তাপমাত্রা বাড়তে পারে ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত।

এপ্রসঙ্গে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ থেকে সোমা সেন জানিয়েছেন, আগামী ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে পূর্ব ভারত এবং পূর্ব---মধ্য ভারতের সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। নামতে পারে তাপমাত্রা। তবে এখনও ৫ দিন উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে বহাল থাকবে গরম। সেই সঙ্গে ২৩ এবং ২৪ জুন দিল্লিতে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। গরম বাড়বে দিল্লি সংলগ্ন অঞ্চল গুলিতে।

চন্দ্রোকোনায় বাজ পড়ে মৃত্যু কৃষকের

চন্দ্রকোনা, ২০ জুন (হি.স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রোকোনায় বাজ পড়ে প্রাণ গেল এক কৃষকের। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাঠে বাদাম জড়ো করতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

মৃতের নাম চঞ্চল দাস (৪৬)। সে ভগবন্তপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বারিণ্যা গ্রামের বাসিন্দা। মৃতের ভাই বাপন দাস জানিয়ছেন, এদিন দুপুর নাগাদ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হচ্ছিল। সেই সময় দাদা চঞ্চল দাস বাড়ি থেকে দূরে মাঠে জমিতে থাকা বাদাম জড়ো করতে গিয়েছিল। আচমকাই পড়ে বাজ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কৃষকে। বিষয়টি জানাজানি হতে মাঠ থেকে উদ্ধার হয় দেহ। নিয়ে যাওয়া হয় চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন কৃষককে। মৃতদেহ রাখা হয়েছে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে। খবর দেওয়া হয়েছে চন্দ্রকোনা থানায়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

নেট-নিট পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ, রাজধানীতে বিক্ষোভ যুবক-যুবতীদের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.) : নিটের পর এবার নেট পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ, তার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বিক্ষোভ দেখালো যুবক-যুবতীরা। একদিকে শাস্ত্রী ভবন, অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাসভবন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদে সামিল হয় হাজারো যুবক-যুবতী। এদিন যুব কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা নিট-ইউজি ও ইউজিসি-নেট পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তবে পরে দিল্লি পুলিশ এসে তাঁদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। অন্যদিকে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থক অসংখ্য যুবক-যুবতীও শাস্ত্রী ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচিতে যোগ দেন।

জুলাই থেকে গরীব রথ এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিষেবা পুনরায় চালু করবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২০ জুন, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুলাই, ২০২৪ থেকে দুই জোড়া গরীব রথ এক্সপ্রেসের পরিষেবা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেনগুলি আগরতলা-কলকাতা এবং গুয়াহাটি-কলকাতার মধ্যে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের জন্য নির্ধারিত দিনগুলিতে চলবে।

ট্রেন নং. ১২৫০২ (আগরতলা-কলকাতা) গরীব রথ এক্সপ্রেস ৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক বুধবারে চলবে। ট্রেনটি আগরতলা থেকে ৭:৩৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪:৩০ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১২৫০১ (কলকাতা-আগরতলা) গরীব রথ এক্সপ্রেস ৭ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক রবিবারে কলকাতা থেকে ২১:৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০৫:১৫ ঘন্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের জন্য ধর্মনগর, নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, কাটোয়া জং. ও ব্যান্ডেল জং. ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ১২৫১৮ (গুয়াহাটি-কলকাতা) গরীব রথ এক্সপ্রেস ৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক শনিবারে চলবে। ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ২১:০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪:৩০ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১২৫১৭ (কলকাতা-গুয়াহাটি) গরীব রথ এক্সপ্রেস ৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে কলকাতা থেকে ২১:৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৬:১৫ ঘন্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের জন্য গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, কাটোয়া জং. ও ব্যান্ডেল জং. ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য উপরোক্ত ট্রেনগুলিতে ১৬টি এসি-৩ টিয়ার ইকোনোমি কোচ থাকবে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়ার ফলে জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে। এই পরিষেবাগুলির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ এবং এর রাজধানী শহরের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে। এটি আর্থিক বিকাশ ও বাণিজ্য প্রচারের পাশাপাশি পার্শবর্তী রাজ্যের রোগী, ছাত্র এবং অন্যান্য যাত্রীদের অত্যন্ত উপকৃত করবে।

নিট দুর্নীতির কিনারা করতে আদালতের নির্দেশে সিট গঠনের দাবি জানালেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক, ইয়েচুরি

কলকাতা, ২০ জুন (হি.স.) : দেশের ভবিষ্যত নিয়ে ছেলে খেলা চলছে। কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। বৃহস্পতিবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান।

তিনি স্পস্ট জানান, """সিবিআই তদন্তে কোনো সঠিক দিশা মিলবে না। আদালতের নির্দেশে সিট গঠন করে নিট দুর্নীতির তদন্ত করা উচিত। যে ধরনের বিষয় সামনে এসেছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ভবিষ্যত অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে খেলা করেছে। এই ধরনের ঘটনা সমীচীন নয়।"""

এদিন সীতারাম ক্ষোভ উগরে দিয়ে আরও বলেন, """শিক্ষাকে নিয়ে খেলা করা হচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। একাধিক দুর্নীতি সামনে এসেছে। এই ভাবে দেশের ভবিষ্যত কখনও তৈরি হবে না।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার বদল আনতে হবে।

এই সব থেকে আমাদের দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম কি শিক্ষা নিচ্ছে বলতে পারেন?"""

প্রসঙ্গত, সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিষয় যথেষ্ট তৎপর দেখিয়েছিল। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে ছাত্র-ছাত্রী থেকে বেকার যুবক যুবতী কারোরই সেভাবে সুরাহা করতে পারেনি, এমনটাই দাবি বিরোধীদের। আর সম্প্রতি নিট দুর্নীতি আরো একবার প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলে দিল কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারকে।

বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে জন্মদিন পালন করলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির নেতা

বাঁকুড়া, ২০ জুন (হি. স.) : বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে মেয়ের জন্মদিন পালন করলেন বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমান রাজ্য কমিটির নেতা সুজিত অগস্থি। বৃস্পতিবার বড়জোড়ার ভোলা গোবিন্দ বৃদ্ধাশ্রমে মেয়ে প্রমিতা ওরফে বর্ষার ২২ তম জন্মদিন উপলক্ষে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সুজিতবাবু যেখানে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরাই মুখ্য অতিথি। নিজেদের নাতি নাতনীদের সাহচর্য্য থেকে একপ্রকার বঞ্চিত আবাসিকরা এদিন বর্ষার মত এক নাতনীকে পেয়ে মহানন্দে দিনটা উপভোগ করলেন। বিজেপির একজন রাজ্য নেতা হলেও এই অনুষ্ঠানে ছিলেন না কোনো ভিআইপি নেতা বা সমাজের অন্য কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি এদিন আমন্ত্রিত হননি। আবাসিকের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা বর্ষাকে আশীর্বাদ করেন। প্রত্যেক আবাসিকদের খাওয়ানোর পাশাপাশি নতুন বস্ত্র ও উপহার তুলে দেওয়া হয়। বৃদ্ধাবাসের আবাসিকদের হাতে জন্মদিনের কেক ও পায়েস খেয়ে বর্ষা জানায়, আমি আজ ভীষণ গর্বিত। এতগুলো অপরিচিত মানুষের সবাই যেন আমার কত চেনা, বড়ো আপনজন মনে হল। মনে হল কেউ আমার ঠাকুমা, কেউ দিদা আবার কেউ দাদু। আজকের দিনটাকে চির স্মরণীয় করে রাখতে সময় পেলেই এই আবাসের ঠাকুমা দিদাদের সঙ্গে কাটিয়ে যাবেন বলে জানায় সে। বৃদ্ধাশ্রমের সভাপতি কালীদাস মুখার্জি বলেন, আমাদের এই বৃদ্ধাবাসে আবাসিকদের নিয়েএই প্রথম কেউ কোনও অনুষ্ঠান করলো।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় শিক্ষা ভবনের সামনে গেস্ট লেকচারারদের বিক্ষোভ।

ক্রীড়ামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সেন্টারগুলিতেও যোগাকে সামিল করা হয়েছে। এবছর খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস-এর যোগা ইভেন্ট রাজ্যে আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে ত্রিপুরা রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিল। এছাড়াও সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে রাজ্যের সুনাম বৃদ্ধি করছে।সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ডঃ প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী জানান, আগামীকাল রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মিলেটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সচেতনতার উপরও এক বিশেষ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে মিলেটের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। তাই মিলেট সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতিসংঘ ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির নেতত্বে কেন্দ্রীয় সরকারও ইতিমধ্যে দেশে মিলেটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। মিলেটের স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মিলেট উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যেও কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে ক্রীড়া দপ্তরের সচিব শ্রীচক্রবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা পি কে দেব উপস্থিত ছিলেন।

বিশালগড়বাসী

● প্রথম পাতার পর

নেশার কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন যুবকরা। প্রায় প্রতিটি পরিবারে এই নেশাগ্রস্থ যুবকদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ।তাই সকলের কাছে আবেদন রাখেন প্রতি পাড়ায় পাড়ায় যেন সাধারণ মানুষজন এই সমস্ত নেশাগ্রস্থ যুবকদের বিরুদ্ধে অভিযান জারি রাখেন। এলাকায় নেশাগ্রস্ত যুবকদের করা হুঁশিয়ারি দেন যদি কাউকে এই সমস্ত নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করতে দেখা যায় তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। সবচেয়ে আফসোসের বিষয় বিশালগড়ের কোন কোন এলাকায় কারা কারা এই সমস্ত নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করেন তা কুষ্টি শুদ্ধ লিপিবদ্ধ রয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশের কাছে।সামান্য অর্থের বিনিময়ে পুলিশ এই সমস্ত নেশা কারবারীদের কাছে মাথা বিক্রি করে রেখেছেন।। তবে আসার কথা হল সাধারণ মানুষ জাগতে শুরু করেছে এই অভিযান শেষ পর্যন্ত পুলিশকেও রেহাই দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ জন।।

হাসিনা

● প্রথম পাতার পর

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গেও সাক্ষাত করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাত করার কথা রয়েছে।

আহত এক

● প্রথম পাতার পর

পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন ওই ব্যক্তি।

নতুন কোচ পেল জিম্বাবয়ে

হারারে, ২০ জুন (হি. স.): গত ডিসেম্বরে জিম্বাবয়ের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ডেভ হটন। ছয় মাস পর তার জায়গায় এলেন জাস্টিন সামন্স। বুধবার তাকে জিম্বাবয়ের কোচের দায়িত্ব দিয়েছে জিম্বাবয়ে ক্রিকেট বোর্ড। আগামী জুলাইয়ে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে সামন্সের কোচিং শুরু হবে।উল্লেখ্য সামন্স এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে কাজ করেছেন। ২০২১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের ব্যাটিং কনসালটেন্ট ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছয়দিন পরেও হদিশ মেলেনি মালদায় গুলি কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত

মালদা, ২০ জুন (হি.স.): সম্প্রতি পুরাতন মালদায় মুদির দোকানে গুলিবিদ্ধ হন এক দোকানদার। তারপর থেকেই এলাকায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েছে। এখনও গ্রেফতার হয়নি ঘটনার মূল অভিযুক্ত। শুধু তাই নয় আতঙ্ক দানা বেঁধেছে মুদির দোকানে গুলিবিদ্ধ পরিবারের ওপরেও। তারাও রাতের পর রাত জেগেই কাটাচ্ছেন আতঙ্কে। তাই বৃহস্পতিবার ফের একবার আনুমানিক বারোটা নাগাদ মালদা থানায় দারস্থ হলেন গুলিবিদ্ধ ওই মুদি দোকানদার সুমন সাহা সহ তার পরিবার ও এলাকাবাসীরা। তাদের দাবি অবিলম্বে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে। কোনভাবে কাল বিলম্ব করা যাবে না। অভিযুক্ত গ্রেফতার না হয় পর্যন্ত তারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। কেননা কখন কোন ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে তা নিয়ে সংশয়ে রাত জেগে পাহারাও দিচ্ছেন তারা।প্রসঙ্গত, পুরাতন মালদা পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের রসিলাদহ এলাকায় গুলি কান্ড ঘটনা ঘটে, সে গুলি কাণ্ডে গুলিবিদ্ধ হন এক মুদি দোকানদার। ঘটনা ৬ দিন কেটে গেলেও এখনও ঘটনায় জড়িত চারজনকে গ্রেফতার করলেও মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি। তবে মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার না হওয়ায় এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে পরিবারসহ গোটা এলাকায়।

কিউআর কোড স্ক্যান জানিয়ে দেবে আম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য

মালদা, ২০ জুন (হি.স.): অভিনব পদ্ধতি চালু হতে চলেছে। আমের গায়ের কিউআর কোড বলে দেবে আমের নাম। শুধু তাই নয় আম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও দেবে। স্ক্যান করে সহজেই মালদার আম কিনা সে তথ্য জানতে পারবেন আপনিও। নতুন এই পদ্ধতি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে মালদার আমে।

মালদা জেলা উদ্যান পালন দফতরের পক্ষ থেকে এই বছর থেকেই এই কিউআর কোড ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে মালদার লক্ষণভোগ, ফজলি ও হিমসাগর আম জিআই পেয়েছে। এই তিন প্রজাতির আমে প্রথম কিউ আর কোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। মালদার রতুয়ার দেব নারায়ন ঘোষ নামে এক আম চাষী প্রথম কিউআর কোড ব্যবহারে এগিয়ে এসেছেন। উদ্যান পালন দফতরের সহযোগিতা এই প্রথম তিনি তিনটি প্রজাতির আমে এই কিউআর কোড ব্যবহার করছেন। দিল্লি আম মেলায় তিনি আম নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে তাঁর বাগানের আম কিউআর কোড ব্যবহার করে বিক্রি হচ্ছে। আগামীতে উদ্যান পালন দফতরের উদ্যোগে জেলার সমস্ত কৃষকদের আমে এই কিউআর কোড ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে করে খুব সহজেই মালদার আম চিনতে পারবেন সাধারণ ক্রেতারা।

দু' সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষকদের যোগ্যতা পোর্টালে আপলোডের নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ২০ জুন (হি. স.) : সরকারি পোর্টালে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্ত তথ্য আপলোড করতে হবে। নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, শিক্ষা দফতরের অধীন সমস্ত স্কুলে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তথ্য "বাংলার শিক্ষা পোর্টাল"-এ আপলোড করতে হবে। আর এই কাজ করতে হবে আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে। বিচারপতির মন্তব্য, রাজ্যের একাধিক স্কুলে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা পড়াচ্ছেন যাদের যোগ্যতা নেই, এমন অভিযোগ এসেছে। তাই স্কুলের শিক্ষক যে যে বিষয়ে পড়াচ্ছেন তা পড়ানোর যোগ্যতা তাঁর আছে কিনা, সেটা ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের জানা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতেই তাঁর নির্দেশ, রাজ্যকে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা কী, তা সরকারের পোর্টালে আপলোড করতে হবে।

ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতি মেটাতে উদ্যোগ বিষ্ণুপুর পুলিশ প্রশাসনের

বাঁকুড়া, ২০ জুন (হি. স.) : ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের যোগানে ঘাটতির খবর নজরে আসতেই তৎপরতার সাথে পুলিশ কর্মীদের নিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে পাত্রসায়ের থানা।প্রচন্ড তাপপ্রবাহের কারনে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের যোগান তলানিতে, সংবাদ মাধ্যমে এই খবর নজরে আসতেই বিষ্ণুপুর মহকুমা পুলিশ প্রশাসন অধীনস্থ থানা গুলিকে যতশীঘ্র সম্ভব রক্তদান শিবির সংঘটিত করার নির্দেশ জারি করে।জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সহযোগিতা নিয়ে পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও এই শিবিরে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। পাত্রসায়রে থানা উদ্যোগ নিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে, শিবিরে ৫০ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়।চলতি মাসেই বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীনস্থ বাকি পাঁচটি থানাতেও রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে বিষ্ণুপুর ব্লাডব্যাঙ্কের ঘাটতি পূরন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

১৫ ছাত্রী অসুস্থ

● প্রথম পাতার পর

কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে অসুস্থ ছাত্রীদের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের এই সমগ্র বিষয়ে তদন্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসডিএম মানিক লাল দাস বলেন, বোধজং বালিকা বিদ্যালয়ের ১৫ জন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁরা সবাই মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ছাত্রীবাসে থাকেন। বিদ্যালয়ের বাকি ছাত্রীদের চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন। বাকি ছাত্রীদের কোনো সমস্যা হলে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার বলেন, বোধজং বালিকা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাসের ৫০ জন ছাত্রী মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ছাত্রীবাসে থাকেন। আজ তাঁরা বিদ্যালয়ে আসার পর অসুস্থ বোধ করেন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জন ছাত্রীকে জিবি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বাকি ৩৫ জন ছাত্রীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এখনো পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এদিকে হোস্টেলের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচন করা হবে। সাথে খাবারের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসলো উপজাতি কল্যাণ দপ্তর। দপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল এদিন মহারাজা বীর বিক্রম এসটি হোস্টেলে যান। সেখানে হোস্টেলে রান্নাঘর সহ আবাসিকদের থাকার ঘর পরিদর্শন করেন। খাবারের গুণমান নিয়েও পরিদর্শক দলটি অসন্তোষ প্রকাশ করে। এরপরে ই দপ্তর থেকে হোস্টেলের ওয়ার্ডেন ও কেয়ারটেকার কে বরখাস্তের নির্দেশ পাঠায়। এদিকে হোস্টেলের খাবারের গুণগতমান পরীক্ষার জন্যও নিয়ে আসা হয় ল্যাবরেটরীতে। তারা পরবর্তীকালে পরীক্ষা করে রিপোর্ট পাঠাবেন বলে জানা গেছে।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

না করে তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য যে বিশেষ বিপদ ঘনিয়ে আসছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যদিও এরই মধ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকেরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সফর করেছেন এবং যাবতীয় বিষয় চাক্ষুষ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেছেন।

গোটা বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের মনে হয়েছে যেভাবে নদী তার গ্রাস প্রসারিত করে চলেছে সেই নিরিখে এলাকাবাসীদের আতঙ্কিত হওয়া যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি সারা রাজ্যে

।। সুমন ভট্টাচার্য্য ।।

শুক্রবার ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এ বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে আগরতলা সহ গোটা ত্রিপুরা নানা রকম প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে খেলাধুলার সঙ্গে সংযুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে চলছে বিশেষ তৎপরতা। শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার এই দিবসের উদযাপনে সরকারের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্রীড়া ও ফিটনেস ক্লাবগুলোতে এখন বিশেষ উদ্যমে চলছে প্রস্তুতিঊ কিছু কিছু যোগ সংস্থা সপ্তাহব্যাপী বা দশদিনের যোগ শিবিরও করছে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ২১ জুনকে বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে, এই দিনটি উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন, গ্রীষ্মের আয়নকালঊ অর্থাৎ সূর্যের উত্তরায়নের সূচনা হ এই দিনে। যা আলো ও জাগরণের প্রতীক, যা যোগ-এর রূপান্তরকারী শক্তিকে প্রতিফলিত করেঊ সেজন্য গোটা বিশ্বের মানুষ এই দিবসটির সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেনঊ আর প্রতি বছরই এই যোগ দিবসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসটি গোটা বিশ্বের মানুষকে মন, শরীর ও অন্তর্নিহিত সত্তাকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে যোগ-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে বোঝাতে উদযাপিত হয়ে আসছেঊ এর প্রচার ও প্রসারে এ বছর এই দিবসের মূল ভাবনা হচ্ছে, 'সমাজ ও নিজের জন্য যোগা। যার অর্থ হচ্ছে, নিজের সুস্থতার জন্য যোগ-এর পাশাপাশি এর উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিয়ে গোটা সমাজ তথা বিশ্বকে একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারায় উৎসাহিত করা। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতে যোগের উদ্ভব হয়েছিলঊ আর তখন থেকেই তা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে মানব জাতিকে আরও সুস্থ ও সামগ্রিকভাবে ভালো থাকার ক্ষেত্রে সহায়তা করে আসছেঊ প্রশান্তির সন্ধানে মানব জাতিকে পথ দেখিয়েছে যোগ। এই প্রাচীন পরম্পরা আমাদের দেহ ও মনকে শান্ত রাখে, সুস্থ রাখে। এই যোগ-এর উপর ভিত্তি করে বিশ্বজুড়ে এক সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিমণ্ডল গড়ে তোলা এবং এর প্রচার প্রসারও সম্ভব।। সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকে প্রদান করা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের উপহার 'যোগ'-এর কথা উত্থাপন করেনঊ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও যে যোগ ভূমিকা নিতে পারে, তার কথা উল্লেখ করেনঊ এর পরিপ্রেক্ষিতে ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৩ জন সদস্য ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে উদযাপনের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। যোগ দিবসের প্রস্তাবের সমর্থন করেছিল ১৭০টিরও বেশি দেশঊ এর পরের বছর ২০১৫ সালের ২১ জুন প্রথম বারের মত আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপিত হয়ঊ ভারতের পর চিনেই সবচেয়ে বড় আকারে যোগ দিবসের উদযাপন হয়ঊ গত বছর পূর্ব চিনের ১২টি শহরে ১৭ থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত যোগ সপ্তাহ পালিত হয়েছে। দেশজুড়ে এই প্রস্তুতির সঙ্গে ত্রিপুরায়ও প্রতিটি জেলায় চলছে আয়োজনঊ রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি হবে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা ময়দানেঊ এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০০ যোগাচারী যোগ অনুশীলনে অংশ নেবেন। এছাড়া, সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সংস্থা পক্ষকাল ধরে যোগ দিবস পালনের লক্ষ্যে যোগ শিবির করছে। স্টেটযোগা এসোসিয়েশন এর আড়াইশো'র বেশি ছাত্রছাত্রীও অংশগ্রহণ করবেঊ অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা যোগ সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে চল সংঘ, ভট্টপুকুরের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব, ইন্দ্রনগর যোগ ক্লাব, পতঞ্জলি যোগ সংস্থান, রাধানগর যোগ ক্লাব সহ বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থা গত পক্ষকাল ব্যাপী যোগ শিবির পরিচালনা করেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা যোগ সমিতির সম্পাদক উত্তম দেবনাথ জানান, সর্বজনীন পর্যায়ে তরফা ৩৩টি প্রাথমিক যোগ ইউনিটে যোগ শিবিরের পরিচালনা করেছে। আজ, ২০ জুন একটি র‍্যালির মাধ্যমে এই শিবিরগুলোর সমাপ্তি হয় ঊ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা ময়দানেও এই অনুশীলনকারীরা যোগ প্রদর্শন করবে। সমাজ ও নিজের জন্য যোগ'-এর মূল ভাবনাকে প্রসারিত করার লক্ষ্য নিয়ে পালিত হবে এবছরের যোগ দিবস উদযাপন। যোগ ব্যায়ামের অনুশীলন আমাদের চাপমুক্ত থাকতে সহায়তা করে। বর্তমানে গতির জীবনে যা ভীষণ প্রয়োজনীয়ঊ যোগাভ্যাস সামগ্রিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টে সাহায্য করে, নমনীয়তা এবং ভারসাম্যকে উন্নত করে এবং সামগ্রিক সুস্থতার প্রচার করেঊ আসুন, যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার প্রয়াস করিঊ তবে, শুধুমাত্র যোগ দিবসের দিনটিকেই উদযাপন করলে হবে না। আমাদেরকে এই অভ্যাস প্রতিটি দিন করে যেতে হবে। যোগকে আমাদের দৈনিন্দিন দিনসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিতে হবেঊ তবেই যোগ-এর মাধ্যমে প্রকৃতি ও বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্তি সম্ভব হবে।

বর্ষা এলেই বাড়বে বিপদ, আতঙ্কে হাওড়ার ৪০০ বিপজ্জনক বাড়ির বাসিন্দা

হাওড়া, ২০ জুন (হি.স.) : হওয়া অফিস জানিয়ে দিয়েছে খুব শীঘ্রই বঙ্গে আগমন ঘটতে চলেছে বর্ষার। সাধারণ মানুষের স্বস্তি ফিরলেও। বিপদের আশঙ্কায় দিন গুনছেন হাওড়ার ৪০০ বিপজ্জনক বাড়ির বাসিন্দারা।হাওড়া শহরে প্রায় ৪০০---এর ও বেশি বাড়ি বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছে হাওড়া কর্পোরেশন। সবকটি বাড়িতে নোটিশ দেওয়া সত্বেও মালিক পক্ষ কোনো রকম সচেতনতা দেখাতে অক্ষম। কারণ বেশিরভাগ বাড়ির মধ্যে সরিকি ঝামেলা ও মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে ঝামেলা কে কেন্দ্র করে বাড়িগুলি কোনরকম রিপেয়ারিং এর কাজ করতে পারছে না। আর মৃত্যু ভয়ে ভুগতে হচ্ছে সেই সকল বাড়ির বাসিন্দাদের।

হাওড়া কর্পোরেশনে অধীনে প্রায় ৪০০ বিপজ্জনক বাড়ি আতঙ্কে বেশ কয়েক হাজার মানুষ। বালি পৌরসভা অন্তর্গত প্রায় ২৭ টি বাড়ি এবং হাওড়া কর্পোরেশনের অন্তর্গত সবমিলিয়ে প্রায় ৪০০ টি বিপজ্জনক বাড়ি দেখা গিয়েছে। এবং প্রত্যেক বাড়িতে বারবার করে নোটিশও পাঠানো হয়েছে সেখানকার লোকজনকে বলা হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। নতুন করে ডেভলপমেন্ট করে থাকার জন্য।

বালি পৌরসভা অন্তর্গত ইচকে চ্যাটার্জি স্ট্রিট, গিরিশ ঘোষ রোড ,হেমপাল লেন, জি টি রোড, লিলুয়া, বেলুড় ,বালি, সালকিয়া, ধর্মতলা রোড, বাধাঘাট, কদমতলা, সহ বিভিন্ন এলোকায় এলাকার যে সমস্ত বিপজ্জনক বাড়িগুলো রয়েছে সেটাতে কোথাও সরিকি ঝামেলা এবং কোথাও বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার ঝামেলা চলছে বলে জানিয়েছেন পৌর প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী।বিপজ্জনক বাড়ির বাড়িওয়ালা জানিয়েছেন যে কিছু লোককে টাকা পয়সা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু ভাড়াটিয়া দেরকে শিফটিং করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু বেশ কয়েকজন ভাড়াটিয়া জায়গাটা ঠিক করতে দিতে চাইছে না ভাড়াটিয়ারা যদি রাজি হয়ে যায় তাহলে তাদের যে জায়গা রয়েছে সে নির্দিষ্ট জায়গা তারা শুধুমাত্র বানানোর খরচা দিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে পারবে, একদিকে ভাড়াটিয়া জানিয়েছেন যে আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য যেগুলো আমাদেরকে যদি দেওয়া হয় আমরা নিশ্চয়ই সেখানে নতুন করে বাড়ি হতে দেব। বেশ কোন কোন জায়গায় বাড়িওয়ালা বা ডেভলপাররা, ভাড়াটিয়াদেরকে অন্য জায়গাতেও থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন প্রশ্ন উঠছে যে যদি কোন রকম ভাবে অঘটন বা দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার দায়ী কে নেবে। পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বারবার তাদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং মিটিং করেও বলে দেওয়া হয়েছে তার পরেও তারা বিষয়টা গুরুত্ব দিচ্ছে না। সামনে আসছে বর্ষাকাল বাড়ির কোথাও ছাদ পড়ে যাচ্ছে কোথাও সিঁড়ি ভেঙে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেও দেখা গেল হাওড়ার কোনাতে এক ভদ্রমহিলার ছাদ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল। আর এই বর্ষার মৌসুমে যদি অঘটন বা দুর্ঘটনা ঘটে, তার দায়িত্ব কে নেবে হাওড়া কর্পোরেশন না হাওড়া বাসী।

পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন আইনজীবী

বাঁকুড়া, ২০ জুন (হি. স.) : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুর্গাপুর আদালতের এক আইনজীবী। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪০)। বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার রবীন্দ্র পল্লীতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় নিজের বাইক নিয়ে রবিবার রাত পৌনে ১ টা নাগাদ বাঁকুড়া থেকে তার এক আত্মীয়র শেষকৃত্য সম্পন্ন করে দুর্গাপুরের বাড়িতে ফিরছিলেন। বাঁকুড়া দুর্গাপুর ৯ নং রাজ্য সড়কের বড়জোড়া থানা এলাকার দেজুড়ি মোড়ের কাছে একটি ডাম্পারের সাথে অভিজিৎ বাবুর মোটরবাইকে মুখোমুখি ধাক্কা হয়। মোটর বাইক সহ অভিজিৎ বাবু ওই ডাম্পারের ইঞ্জিনের তলায় পড়ে যান। ধাক্কা লাগার সাথে সাথেই ডাম্পারটিতে আগুন লেগে যায়। বাইকের পেট্রোল ও ডাম্পারে ডিজেল থাকায় সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই বাইক ও ডাম্পারটি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। অভিজিৎ বাবুকেও সেই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে থাকে। গভীর রাতে তার প্রাণপণ চিৎকার কেউ শুনতে পাননি। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে বড়জোড়া থানার টহলদারি গাড়ি এসে পড়লেও অভিজিৎ বাবুকে বাঁচানো যায়নি। পুলিশের কাছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত এসে পৌঁছায় দমকলের ১ টি ইঞ্জিন। ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।পুলিশ আইনজীবী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্ধার করে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর পলাতক ডাম্পারের চালক ও খালাসী। সোমবার সকালে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বহু আইনজীবী দুর্ঘটনাস্থলে যান। ওই আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবব্রত সাঁই জানান, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তারই জুনিয়র হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন।

তিস্তায় দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ২০ জুন (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে কালিম্পংয়ের কাছে তিস্তায় একটি দেহ ভাসতে দেখা যায়। পুলিশ উদ্ধার করে দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। তবে পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

এদিন সকালে তিস্তা রঙ্গিত রেসকিউ টিমের নেত্রী শান্তি রাই দেহটি লক্ষ্য করেন। তাঁর বক্তব্য, সম্ভবত সিকিম থেকে দেহ ভেসে এসেছে। একটি গবাদি পশুও ভেসে যেতে দেখা গিয়েছে। তিস্তায় প্রচণ্ড স্রোত থাকায় দেহটি ভেসে সেবকের দিকে চলে আসে। তিস্তা রঙ্গিত রেসকিউ টিমের তরফে তা উদ্ধার করা হয়। মনে করা হচ্ছে, সিকিমে সাম্প্রতিক দুর্যোগের জেরে কারও মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। সেই দেহটিই হয়তো ভেসে এসেছে।

চালসায় চা বাগান থেকে ফের বিশালাকার অজগর উদ্ধার

চালসা, ২০ জুন (হি.স.) : মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি চা বাগান থেকে ফের বিশালাকার অজগর উদ্ধার হল। বৃহস্পতিবার চা বাগানের ৮ নম্বর সেকশনে কাজ করার সময় শ্রমিকরা একটি অজগর দেখতে পায়।সাপটি দেখার পরেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। খবর দেওয়া হয় চালসার সর্পপ্রেমী দিবস রাইকে। দিবস এসে অজগরটি উদ্ধার করে। অজগরটি সুস্থ থাকায় এদিনই সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। অজগরটি লম্বায় প্রায় ১০ ফুট বলে জানা গিয়েছে। বড়দিঘি চা বাগানটির পাশেই রয়েছে লাটাগুড়ি জঙ্গল। ওই জঙ্গল থেকেই অজগরটি আসতে পারে বলে শ্রমিকদের ধারণা।

আমরা ক-জনাকে ছয় গোলে হারিয়ে সি-ডিভিশনে দারুন শুরু স্বামী বিবেকানন্দের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয়। তাও ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ছয় গোলের বড় ব্যবধানে আমরা ক-জনাকে পরাজিত করে আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। খেলা সি-ডিভিশন ফুটবল লিগের বি গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয়ের আনন্দটাই আলাদা। কোচের পরামর্শে শুরু থেকেই অ্যাটাকিং মুডে খেলে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যালান্সড টিম দারুন সাফল্য পেয়েছে। বিকাল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টিএফএ আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন ফুটবলের খেলায় প্রথমার্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ৪-০ গোলে এগিয়েছিল। টুর্নামেন্টে এ পর্যন্ত দ্রুততম গোল সাবির হোসেনের পা থেকে। খেলার চার মিনিটের মাথায় সাবিরের গোলে দল এক-শূন্যতে লিড নেয়। ১৮ মিনিটে মাসুম আহমেদ এবং ৩৪ মিনিটে বিশাল চৌধুরী পরপর দুটো গোল করলে ব্যবধান ৩-০ হয়। প্রথমার্ধের শেষ পর্যায়ে ৪২ মিনিটের মাথায় মাসুম আহমেদ আরও একটি গোল করলে প্রথমার্ধেই ব্যবধান বেড়ে চার-শূন্য হয়। পক্ষান্তরে আমরা ক-জনার খেলোয়াড়রা মাঠে পর পর গোল হজম করে একটু ছন্দহীন হয়ে উঠে। দ্বিতীয়ার্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের ছেলেরা আক্রমণ জারি রেখে খেলে। খেলার ৬৪ ও ৬৭ মিনিটের মাথায় বিশাল চৌধুরী পরপর দুটো গোল করে একদিকে যেমন নিজের হ্যাটট্রিক সেরে নেয়। অপরদিকে দলের জন্য চূড়ান্ত ব্যবধান ৬-০ করে তোলে। খেলায় অসদাচরনের দায়ে গোলদাতা মাসুমকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, সুকান্ত দত্ত, লিটন সাহা ও আদিত্য দেববর্মা। দিনের খেলা: বেলা একটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিবেকানন্দ ক্লাব বনাম উমাকান্ত কোচিং সেন্টার।

আজ মাঠে নামবে বিবেকানন্দ দলের জার্সি স্পন্সরে লংতরাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলায় চলছে এখন ত্রিপুরা ফুটবল ইকুয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। এবছর এই টুর্নামেন্টে অংশ নেয় মোট ১৬ টি দল। যা এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে রেকর্ড। পুরনো ক্লাবগুলি ছাড়াও বেশ কয়েকটি ক্লাব প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী আগামীকাল শুক্রবার নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে ময়দানে নামবে ফুটবল ময়দানের পুরনো দুটো দল উমাকান্ত কোচিং সেন্টার ও বিবেকানন্দ ক্লাব। জয় দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই এই দুটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই নামবে। ময়দানের লড়াইয়ে নামার আগে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে জার্সি পেলেন বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা। তাদের জার্সি প্রদানে এগিয়ে এলো লংতরাই গুঁড়ো মশলা।এনিয়ে এবারের ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টে দুটি দলের হাতে জার্সি তুলে দিল লংতরাই।সরোজ সংঘের পর এবার বিবেকানন্দ ক্লাবের পাশে দাঁড়ালো রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লংতরাই ব্র্যান্ড। বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভাটি অভয়নগরস্থিত এই ক্লাবের কর্মকর্তা চেয়ারম্যান তথা আগরতলা পৌর নিগমের কর্পোরেটর প্রদীপ চন্দ ও খেলোয়ারদের হাতে জার্সি তুলে দেন লংতরাই গুঁড়ো মশলার জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত দেবনাথ ও ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য কৃষ্ণধন দেবনাথ। এই প্রতিষ্ঠান ব্যাবসার পাশাপাশি প্রতিনিয়তই সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়াঙ্গনে জড়িত থাকে। জার্সি প্রদান করে সুব্রত বাবু বলেন, বিশ্বাস করি বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা ওই ক্লাবের ঐতিহ্য বজায় রাখবে এবং রাজ্যেবাসীকে ভালো খেলা উপহার দেবে। দলে সিনিয়র এবং জুনিয়র ফুটবলারদের সংমিশ্রনে এক দারুন টিম তৈরী হয়েছে। দলে সিনিয়র ফুটবলারদের মধ্যে রয়েছেন সুমন কুমার দেব এবং পল্টু চৌধুরি। দলকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন একসময়ের মাঠ কাঁপানো ফুটবলার কর্ণেন্দু দেববর্মা। কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন, মরশুমে ভালো খেলবেই দলীয় ফুটবলাররা।

অরিন্দমের মারকুটে শতরান বিফলে সোনামুড়াকে হারিয়ে সদরের ১ম জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে সদর ক্রিকেট দল। হারিয়েছে সোনামুড়া কে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ভিজেডি মেথডে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট এলিট ক্রিকেটের বি গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচ। রিজার্ভ ডে-তে আজ, বৃহস্পতিবার সদর আট উইকেট এর ব্যবধানে সোনামুরাকে পরাজিত করেছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরু হতে টস জিতে সদর প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে সোনামুড়া ৪০.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৮৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অরিন্দম বর্মনের দুর্দান্ত শতরান বেশ নজর কেড়েছে। অরিন্দম ৭৬ গোল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও নয়টি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে ১১৪ রান পায়।

সদরের চিরঞ্জিত পাল ৪৬ রানে ৪টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, অভিজিৎ দেববর্মা ও ভিকি সাহা পেয়েছে দুটি করে উইকেট। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে পরবর্তী সময়ে সদরের সামনে টার্গেট ধরা হয় ২২ ওভারে ৮৪ রানের। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর ১১.৪ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে ভিকি সাহার ৩৩ রান এবং বিশাল ঘোষের ২০ রান উল্লেখ করার মতো। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে রিমন সাহা (অপরাজিত ৭) ও বিক্রম দেবনাথ (অপরাজিত ১৫) দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। সোনামমুরার রায়হান আহমেদ একাই দুটি উইকেট পেয়েছে ১২ রানের বিনিময়ে। বলে বেটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে ভিকি সাহা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেটে বিশালগড়কে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় উদয়পুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উদয়পুরও পেয়েছে প্রথম জয়ের স্বাদ।

গ্রুপ লীগে নিজেদের প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টিতে পন্ড হওয়ায়, দ্বিতীয় ম্যাচে উদয়পুর আজ, বৃহস্পতিবার সাত উইকেটের বড় ব্যবধানে বিশালগড় কে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে। সিনিয়র স্টেট মীট এলিট গ্রুপের এ বিভাগের খেলা। প্রথম ম্যাচে উদয়পুর কৈলাশহরের সঙ্গে বৃষ্টির কারণে নো রেজাল্ট ম্যাচ থেকে ২ পয়েন্ট পেয়েছিল। বৃহস্পতিবারে বিশালগড় কে ৭ উইকেটে হারিয়ে আরও চার পয়েন্ট যোগ করে নিয়েছে এবং সেমিফাইনালের পথে নিজেদের অবস্থান কিছুটা প্রশস্ত করে নিয়েছে।

ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরু হতে কিছুটা অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৬ করা হয়।

টস জিতে উদয়পুর প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে বিশালগড় ৩৫.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে উদয়পুর ২৭.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে আরমান হোসেন ৬৪ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সর্বাধিক ৬৪ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয় এবং প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও উপায়। বিশালগড়ের শাহীল সুলতান ও কৃষ্ণ ধন নমঃ দুজনেই ৩৫ করে রান সংগ্রহ করেছিল। বোলারদের মধ্যে উদয়পুরের শংকর পাল, ঋতায়ন দে এবং বিশালগড়ের অমিত আলী প্রত্যেকের তিনটি করে উইকেট পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপনে ব্যাপক আয়োজন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। 'যোগ সারায় রোগ' এই প্রবাদটি বহু প্রাচীন। যুগে যুগে ভারতের অনেক মহাপুরুষ যোগচর্চার মাধ্যমে সুদীর্ঘ দিন সুস্থভাবে জীবন যাপন করে গেছেন। শুধু তাই নয় শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ তথা সুস্থ ও শক্তিশালী করে তুলতেন এই যোগা চর্চার মাধ্যমে। আমাদের মহান দেশ ভারতবর্ষ এই যোগ চর্চাকে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে দেশ ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বের দরবারে ভারতের দেওয়া এই ঐতিহ্য এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। তার ফলস্বরূপ বর্তমানে স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন ও যোগ চর্চার মাধ্যমেই সুস্থ ও সবল রাখার চেষ্টা করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। তাই প্রতিবছর ২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

এই যোগ দিবসে সারা বিশ্বের সাথে একই সুরে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ও সাড়ম্বরের প্রতিবছর পালন করে যাচ্ছে দিনটি।

এবার ও শারীরিক শিক্ষা বিভাগ এবং ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে আগামীকাল সকাল ৭:৩০মিনিটে ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের দ্বারা প্রদত্ত যোগা প্রটোকল একইবসঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিব ডক্টর দীপক শর্মা , শারীরিক শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ডের সচিব প্রফেসর প্রশান্ত কুমার দাস, এবং অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা তথা কর্মচারী সহবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন ডঃ সঞ্জীব কুমার ভৌমিক, এসোসিয়েট প্রফেসর, শারীরিক শিক্ষা বিভাগ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। স্পোর্টস বোর্ড ও শারীর শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য।

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেটে জয়ের হ্যাটট্রিক করে তেলিয়ামুড়ার সেমিফাইনাল নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক তেলিয়ামুড়ার। পরপর তিন ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে তেলিয়ামুড়া সিনিয়র স্টেট মীট প্লেট গ্রুপের এ বিভাগ থেকে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। শান্তির বাজারে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তেলিয়ামুড়া ১০ উইকেটের ব্যবধানে সাব্রুমকে পরাজিত করে টানা তৃতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে। বেলা ১১ টায় ম্যাচ শুরু হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৮ করা হয়েছিল। টস জিতে তেলিয়ামুড়া প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সাব্রুম কে ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ জানায়। ২৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৭৭ রান সংগ্রহ করলে জবাবে তেলিয়ামুড়া ৫.২ ওভার খেলে বিনা উইকেটে জয় এর প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

তেলিয়ামুড়ার দুর্লভ রায়, ২০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫২ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয় এনে দেয়। পাশাপাশি ম্যান অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। মিন্টু দেবনাথ ১৮ রানে অপরাজিত ছিল। সাব্রুমের দীপায়ন দাস সর্বাধিক ২১ রান পায়। বোলিংয়ে তেলিয়ামুড়ার শুভম ঘোষ একাই পাঁচ টি উইকেট তুলে নিয়েছিল ২৫ রানের বিনিময়ে।

এছাড়া, দুর্লভ এর পকেটে দুটি উইকেট।

উল্লেখ্য, মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে একই গ্রুপের জিরানিয়া ও খোয়াইএর ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য স্থগিত রাখতে হয়েছে। আগামীকাল এটি রিজার্ভ ডে তে অনুষ্ঠিত হবে।

যোগা দিবস উপলক্ষ্যে রাজপথে মাসরেলি-তে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমবারের মতো ব্যাপক সাড়া মিলেছে। সমস্ত যোগা সেন্টার থেকে শুরু করে এনজিও, ক্লাব সংগঠন থেকেও যোগা খেলোয়ার এবং শুভানুধ্যায়ীরা মাসরেলিতে অংশ নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসকে সামনে রেখে ক্রীড়া প্রেমী আপামর জনসাধারণের মধ্যে এই ব্যাপক রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিম জেলা যোগা অ্যাসোসিয়েশন এবং স্টেট আয়ূষ মিশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই রেলি বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় এগিয়ে চলো সংঘের প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পুনরায় এগিয়ে চলো সংঘের প্রাঙ্গনে এসেই শেষ হয়েছে। সকালে মাসরেলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক রাজ্যের যুব কল্যান ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়া, অনুষ্ঠানে এবং মাসরেলিতে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ডিরেক্টর ড: সঞ্জীব কুমার দেববর্মা, আয়ুষ মিশন ডিরেক্টর রাজীব দত্ত, মিশনের জয়েন্ট ডিরেক্টর বিনয় ভূষণ দাস, পরিবার কল্যাণ ও মেডিসিন দপ্তরের ডিরেক্টর ড: অঞ্জন দাস, এগিয়ে চল সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত, ত্রিপুরা যোগাসন অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আপামর ক্রীড়াপ্রেমী এবং শুভানুধ্যায়ী সকলেই রেলিতে অংশ নিয়েছেন বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

সি-ডিভিশন লীগ ফুটবলে সিমনা পান্তৌয়ের ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ড্র। এমন কি, দ্বিতীয়ার্ধও অমীমাংসিত অবস্থায় নিষ্পত্তি ম্যাচ। পানতৌয়-এর খেলোয়ার একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে লিড এনে দিলেও ৮ মিনিট পর সিমনা তামাককারীর খেলোয়াড় তা শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। সি ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের এ গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচ। আয়োজক ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন। বেলা একটায়, বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাব এবং পানতৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের ৫৫ মিনিটে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাবের জনসন দেববর্মার গোলে দল এক-শূন্যতে লিড নেয়। তবে ৮ মিনিট বাদে পানতৌয় স্পোর্টিং সোসাইটির বিরু দেববর্মা গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে দু দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্রমণাত্মক খেলা পরিলক্ষিত হলেও জয় সূচক গোলের সন্ধান কেউ পায়নি। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, পল্লব চক্রবর্তী লিটন সাহা ও সুকান্ত দত্ত। দিনের খেলা: বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ঐকতান যুব সংস্থা বনাম কেশব সংঘ।

ফুলো ঝানুকে পাঁচ গোলে হারিয়ে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের দারুন শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারও। হারিয়েছে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিকস ক্লাবকে। ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বৈকুণ্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবল লীগ টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচে আজ, বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার ৫-০ গোলের ব্যবধানে ফুলো ঝানু ক্লাবকে পরাজিত করে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। বিজয়ী দল খেলার প্রথমার্ধে এক-শূন্য গোলে এগিয়ে ছিল। শুরু থেকেই প্রাধান্য নিয়ে খেলে ৩৮ মিনিটের মাথায় বিশ্রামগঞ্জ এর প্রীতি জমাতিয়ার প্রথম গোল দলকে এক-শূন্যতে লিড এনে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে ঊষালক্ষী দেবী ৪৭ মিনিটে একটি গোল করে ব্যবধান বাড়ানোর পাঁচ মিনিট বাদে প্রীতি তার দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান ৩০ করে নেয়। পক্ষান্তরে ফুলো ঝানুর মেয়েরা গোল প্রতিশোধ দূর অস্ত, তেমন প্রতিরোধও গড়তে পারেনি। ১০ মিনিট পর পর কুয়াইজাম সান্দিয়া এবং শাকচ্চান্তি রিয়াং পরপর দুটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৫-০ হয়। এই জয়ের সুবাদে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার আপাতত ছয় দলীয় মহিলা ফুটবল লীগ আসরে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। শীর্ষে রয়েছে চলমান সংঘ। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, লিটন সাহা, সুকান্ত দত্ত ও ইন্দ্রানী দে।

হকি ইন্ডিয়া প্যারিস অলিম্পিকের আগে পুরুষদের জাতীয় কোচিং ক্যাম্পের সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): হকি ইন্ডিয়া বৃহস্পতিবার সিনিয়র পুরুষদের জাতীয় কোচিং ক্যাম্পের জন্য ২৭ সদস্যের সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে, যা ২১ জুন থেকে বেঙ্গালুরুর সাই সেন্টারে ৮ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

ভারতীয় পুরুষ হকি দল ২৭ সদস্যের কোর গ্রুপ:

গোলরক্ষক:
কৃষাণ বাহাদুর পাঠক
পিআর শ্রীজেশ
সুরজ কারকেরা

ডিফেন্ডার:
হরমনপ্রীত সিং
জারমানপ্রীত সিং
অমিত রোহিদাস
জুগরাজ সিং
সঞ্জয়
আমির আলী

মিডফিল্ডার:
মনপ্রীত সিং
হার্দিক সিং
বিবেক সাগর প্রসাদ
সুমিত
শমসের সিং
নীলাকান্ত শর্মা
রাজকুমার পাল
বিষ্ণুকান্ত সিং
আকাশদীপ সিং
মোহাম্মদ রাহিল মুঈন

ফরোয়ার্ড:
মনদীপ সিং
ললিত কুমার উপাধ্যায়
অভিষেক
দিলপ্রীত সিং
সুখজিৎ সিং
গুরজন্ত সিং
ববি সিং ধামি
অরাইজিৎ সিং হুন্দাল

সুপার এইট : উড়তে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ উড়ে গেল সল্ট ঝড়ে

সেন্ট লুসিয়া, ২০ জুন (হি. স.): টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে উড়তে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে উড়ে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড---এর কাছে। বলা যেতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ উড়ে গেল সল্ট---এর কাছে। সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে তাদেরকেই ফেবারিট ধরা হচ্ছিল। প্রথমে ব্যাট করে মোটামুটি ভালো স্কোরই সংগ্রহ করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু ফিল সল্ট ও জনি বেয়ারস্টোর ঝড়ের সামনে ক্যারিবীয়রা হারিয়ে গেল।

বৃহস্পতিবার সেন্ট লুসিয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারাল ইংল্যান্ড। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮০ রান সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে ১৫ বল হাতে রেখে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড।

সল্ট ৪৭ বলে ৮৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। আর বেয়ারস্টো ২৬ বলে করেন ৪৮ রান।

টসে জিতে ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাট করতে পাঠায়। ব্যাট করতে নেমে জনসন চার্লস (৩৮), পুরান (৩৬) ও পাওয়েলের(৩৬) তিনটি ত্রিশোর্ধ ইনিংস ও রাদারফোর্ড (২৮) ও কিংয়ের (২৩) রানের ইনিংসে ভর করে ৪ উইকেটে ১৮০ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৩ ওভারে ১৯ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন রোস্টন চেজ। বাকি উইকেটটি নেন আন্দ্রে রাসেল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে একটি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

ফের চুরি ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ জুন: চুরি ডাকাতির ঘটনা কিছুই যেন পিছ ছাড়ছে না ধর্মনগর এলাকায়। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে একের পর এক চুরি কান্ড সংগঠিত হচ্ছে। সামান্য দুই ঘন্টা সময় পেলেই চোরের দল ছারখার করে দিচ্ছে গৃহস্থের ঘর। এবার চুরি কান্ড সংঘটিত হয় মধ্য নয়াপাড়াতে। বাড়ির মালিকের নাম শিব শংকর চৌধুরী, পেশায় জিআরএস। এদিন সকাল ১১ টায় ইনি অফিসে চলে যান।

দুপুর তিনটায় ওনার স্ত্রীর মাসি আসায় মাসির সাথে উনার স্ত্রী থানা রোডে তার মার বাড়িতে মার কাছে যান। বিকাল পাঁচটায় যখন ঘুরে আসে তখন এসে ঘরের ভিতরে সব ছারখার ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দেখতে পায়। মাঝের দুই ঘণ্টায় চোরের দল তাদের চুরি কান্ড

রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন

আগরতলা, ২০ জুন।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সন্ধ্যায় রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল পূর্ণরাজ্য দিবসে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ হলো নৃত্য, সংগীত, নাটক, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। কলকাতা হলো ভারতের সংস্কৃতির রাজধানী। দেশের শিল্প, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান সাধনায় এই রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এনআইটি আগরতলার প্রফেসর ড. দেবাশিস নিয়োগী এবং ত্রিপুরা কৃষি কলেজের পূর্বতন প্রিন্সিপাল ড. তপন কুমার মাইতি। ত্রিপুরায় কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের উপসচিব রতন ভৌমিক এবং রাজভবনের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অসমে অপরিবর্তিত বন্যা পরিস্থিতি, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে পাঁচ

গুয়াহাটি, ২০ জুন (হি.স.) : অসমে অপরিবর্তিত বন্যা পরিস্থিতি। প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভূমিধসের ঘটনা। ইতিমধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যায় প্রভাবিত হয়েছেন ১৯ জেলার তিন লক্ষাধিক নাগরিক।আসাম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এএসডিএমএ)-এর অফিশিয়াল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে রাজ্য। বন্যার পাশাপাশি ভূমিধসের ঘটনাও সংঘটিত হচ্ছে। বুলেটিনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের ১৯টি জেলার ২,৯৬,৩৮৪ জন বন্যার কবলে পড়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবিত হয়েছে করিমগঞ্জ, কাছাড় এবং নগাঁও জেলা। এছাড়া ভারী বর্ষণে সৃষ্ট ভূমিধসে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচজন।এএসডিএমএ-এর বুলেটিন অনুযায়ী ১৯টি জেলার ৪৮টি রাজস্ব সার্কেলের মোট ৯৭৯টি গ্রাম জলমগ্ন। ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি যথাক্রমে করিমগঞ্জ, কাছাড়, হাইলাকান্দি, কামরূপ (গ্রামীণ), দক্ষিণ শালমারা, গোয়ালপাড়া, নগাঁও, বঙাইগাঁও, লখিমপুর, হোজাই, দরং, নলবাড়ি, ওদালগুড়ি, তামুলপুর, বিশ্বনাথ, বরপেটা, বাকসা, বজালি এবং শোণিতপুর।ন্যায় যে সব জেলার পরিকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে সেগুলি বরপেটা, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, দরং, নলবাড়ি, দক্ষিণ শালমারা এবং ওদালগুড়ি। ওই সব জেলার প্রায় ২৯টি রাস্তাঘাটের ক্ষতি হয়েছে। উপরন্তু, করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি সেতু, বরপেটা জেলার একটি সেতু, তামুলপুর, দরং এবং বঙাইগাঁওয়ের বেশ কয়েকটি বাঁধ ভেঙে গেছে। এচাড়া কাছাড়, কোকরাঝাড়, কামরূপ, কামরূপ (মেট্রো) এবং নলবাড়ি জেলার ২১টি গ্রাম ও নগর বন্যায় প্রভাবিত হয়েছে।কাছাড় এবং কামরূপ জেলা সদরে বন্যার জল প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষতি করেছে। কাছাড়ের ৩,১০৫ এবং কামরূপ (গ্রামীণ)-এর ২৩৫ জন নাগরিক প্রভাবিত হয়েছেন। কামরূপ জেলার উত্তর গুয়াহাটিতে একটি ত্রাণ শিবিরে ওই ২৩৫ জনকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।বন্যা ছাড়াও ভূমিধসে ডিমা হাসাও, কাছাড় এবং করিমগঞ্জ জেলাকে বেজায় প্রভাবিত করেছে। এতে ৪৬ জনের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ১.১৩ হেক্টর জমি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।

বর্ষায় চলাচলের অযোগ্য মহকুমার বিভিন্ন রাস্তা, সারাইয়ের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালি, ২০ জুন: লংতরাইভ্যালি মহকুমার,ছামনু ব্লকের অধীন ছামনু থেকে থালছড়া-গোবিন্দবাড়ি রাস্তার বেহাল অবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে যানচলাচলে ভীষন সমস্যা হচ্ছে বলে ঐ এলাকার সাধারণ জনগণের অভিযোগ।

পাশাপাশি গাড়ি চালকেরা জানান যে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এক নাগাড়ে বৃষ্টির পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তা সংস্কার নেই। থালছড়া গোবিন্দ বাড়ি এলাকায় রেশনের চাল পযর্ন নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে। শুখা মরশুমে এই জরাজীর্ণ রাস্তা দিয়ে অনেক কষ্ট করে চাল বহন করে নিয়ে যেতে পারলেও বর্ষার মরশুমে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে রেশন সামগ্রী সঠিক সময়ে পাওয়া যায় না। প্রতিদিনই ঐ এলাকার গিরিবাসীরা বহু কষ্ট করে ছামনুবাজারে নিজেদের প্রয়োজনেই আসতে হয়। রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে কারো নজর নেই। এমনকি নাতিন মনু সহ বিভিন্ন পাড়ায় যাবার যে রাস্তা ছিল তার ভগ্নদশা অনেক পাড়াতেই গাড়ি যাবার জন্য রাস্তা নেই। দশ থেকে পনেরো কিমি রাস্তা পায়ে হেঁটে নাকি যাতায়াত করতে হয়। তাই থালছড়া, গোবিন্দ বাড়ি, নাতিন মনু সহ ঐ সব এলাকার গিরিবাসীদের দাবি যে ছামনু থেকে থালছড়া গোবিনবাড়ির রাস্তাটি অতিসত্বর সংস্কার করা হউক। যাতে বর্ষার মরশুমেও গাড়ি যাতায়াত করতে পারে।

শিশু পাচার প্রতিরোধে কর্মশালা

আগরতলা, ২০ জুন।। শিশু পাচার বন্ধ করা এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস এর উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে এই কর্মশালা আয়োজিত হয়। ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস এর চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন, উত্তর ত্রিপুরা জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রাণকৃষ্ণ পাল, জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা পরিদর্শক প্রসেনজিৎ দেববর্মা, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির অন্যান্য সদস্য ও সদস্যা, চাইল্ড লাইনের সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টিসিপিসিআর'র চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা বলেন, শিশু পাচার বন্ধ করার লক্ষ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই ধরণের কর্মশালার পাশাপাশি বিদ্যালয় স্তরেও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন। তিনি বলেন, শিশু পাচার বন্ধ করার জন্য যারা কাজ করছে তাদের কাজ করতে গিয়ে কোন ধরণের অসুবিধা হচ্ছে কিনা, অসুবিধা হলে তা কিভাবে সমাধান করা যাবে, এই কর্মশালায় আলোচনার মাধ্যমে তা জানা যাবে। এদিনের কর্মশালায় শিশু পাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন এনসিপিসিআর'র জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের কনসালটেন্ট সোনাক্ষী রাধিকা।তিনি শিশু পাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। শিশু পাচার কিভাবে রোধ করা যায় এই বিষয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রয়াত সাংবাদিক মানস ভট্টাচার্যের পরিবারের খোঁজ নিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ জুন: খোয়াই এর প্রয়াত সাংবাদিক মানস ভট্টাচার্যের পরিবারের খোঁজখবর নিতে বৃহস্পতিবার ওনার জাম্বুরাস্থিত নিজ বাড়িতে ছুটে আসলেন রাজ্যের প্রাক্তন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এইদিন সাংবাদিক মানস ভট্টাচার্যের বাড়ি সফরকালে উনার সাথে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার, সহ-সভাপতি প্রণব বিশ্বাস এবং খোয়াই পৌর পরিষদের

কাউন্সিলর শঙ্খ পাল সহ অন্যান্যরা।এদিন প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত সাংবাদিকের স্ত্রী- মা, ও ৮ বৎসরের পুত্র সন্তানের সাথে কথা বলেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ বলেন সাংবাদিক মানস ভট্টাচার্যকে আমরা তো তার পরিবারের নিকট ফিরিয়ে দিতে পারব না। তবে ওনারা কোন প্রকার অসুবিধা কিংবা সমস্যার সম্মুখীন যাতে না হন তার জন্য পাশে থাকার বার্তা দেন।মানস ভট্টাচার্য খোয়াই জেলায় দুরদর্শনের হয়ে সাংবাদিকতার পেশায় কর্মরত ছিল। গত ২০ শে এপ্রিল রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে খোয়াই জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৩। মৃত্যুকালে পরিবারে রেখে গেছেন বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান।

বিএসএফ ১০৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বগাফা হেডকোয়ার্টারের উদ্যোগে সমন্বয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২০ জুন: আজ বিএসএফ ১০৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বগাফা হেডকোয়ার্টার এর উদ্যোগে বিলোনিয়া মহকুমার ঋষমুখে সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে গ্রাম প্রধান পঞ্চায়েত সদস্য এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে কো-অর্ডিনেশন মিটিং বা সমন্বয় বৈঠক করা হয়। ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কমিউনিটি হলে এই সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ত্রিপুরা শাখার আই জি প্যাটেল পিয়ুষ পুরুষোত্তম দাস।

এছাড়াও ছিলেন বিএসএফ উদয়পুর বিভাগের ডিআইজি অনিল শর্মা এবং বিএসএফ ১০৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বগাফা হেডকোয়ার্টারের সেকেন্ড ইন কমান্ডেন্ট দিলীপ কুমার। এই বৈঠকে আইজি সীমান্ত এলাকার জনগণের কাছ থেকে তাদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা শোনেন। সকলে জানায় যে এই ঋষ্যমুখ এলাকার বেশিরভাগ লোক কৃষিজীবী। কৃষি জমির বেশিরভাগ অংশই তারকাটার ওই পাড়ে রয়েছে। চাষবাস করতে হলে বিএসএফকে গেইট খুলে দিতে হয়। আর সেখানেই বাঁধে-বিপত্তি। গেইট খোলা এবং বন্ধ করার সময় নিয়ে আইজির কাছে অভিযোগ করেন গ্রামবাসীরা। সেই সাথে গেট পাস এবং জনগণকে অযথা বিএসএফ হয়রানি করে বলে অভিযোগ তোলেন।আইজি মনোযোগ দিয়ে মানুষের কাছ থেকে উঠা অভিযোগগুলি শুনেন এবং আগামী দিনে এই বিষয়গুলি মানবিকভাবে দেখে সরলীকরণ করে নানান সুবিধার কথা বলেন এবং সকলকে যথাসময়ে গেইট খোলার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। সহহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকে উভয়পক্ষ সন্তোষ ব্যক্ত করেন।এই সমন্বয় বৈঠক প্রসঙ্গে আইজি প্যাটেল পিউষ পুরুষোত্তম দাস বলেন স্থানীয় বিওপির অফিসারদের সাথে সীমান্ত এলাকার গ্রামবাসীদের সোহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা আজ ফলপ্রসু হয়েছে। সীমান্তে শান্তিসংখলা বজায় রাখতে গেলে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

লংতরাইভ্যালি মহকুমা হাসপাতালটি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, সংস্কারের দাবি মহকুমাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালি, ২০ জুন: লংতরাইভ্যালি মহকুমা হাসপাতালটি একরাশ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে। কংগ্রেসের জোট সরকার থাকাকালীন, প্রয়াত বিধায়ক শ্যামাচরন ত্রিপুরার অবদানে ছৈলেংটায়, লংতরাইভ্যালি মহকুমা এবং লংতরাইভ্যালি মহকুমা হাসপাতাল তৈরি হয়। দীর্ঘ ২৫-২৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, বর্তমানে হাসপাতালটির খুবই খারাপ অবস্থা। কংগ্রেস জোট আমলে তৈরি হয়েছে বলে বাম আমলে যেমন বিভিন্ন দিক দিয়ে বঞ্চনা করা হয়, বর্তমানেও একই দশায় রয়েছে হাসপাতালটি।এই হাসপাতালে একজনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও শিশু চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞের। প্রসূতি রোগীকে অধিকাংশ সময় কুলাই জেলা হাসপাতালে ছুটে যেতে হয়। আর শিশু চিকিৎসক এর জন্য শিশুদের নিয়ে কুমারঘাট বা ধর্মনগর ছুটে যেতে হয়।তাই এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্য মন্ত্রীর কাছে লংতরাইভ্যালি মহকুমাবাসীর আবেদন বা দাবি মহকুমাবাসীর সুবিধার জন্য যেন লংতরাইভ্যালি মহকুমা হাসপাতাল একজন করে শিশু বিশেষজ্ঞ এবং স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেওয়া হয়। এতে মহকুমাবাসী অনেক উপকৃত হবেন।

বেহাল দশা রাস্তার, সংস্কারের দাবী জনগণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন: গত ৪ বছর ধরে মেরামতের অভাবে বেহাল রাস্তার মেরামতের দাবি জানিয়েছেন মণ্ডল পাড়ার এলাকাবাসী।জনৈক ব্যক্তি জানিয়েছেন, গত ৪ বছর ধরে মেরামতের অভাবে বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের মণ্ডল পাড়া থেকে সবুজ সংঘ যাওয়ার ইটের সলিং রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে।যে কোনো সময় ঘটে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। তাই স্থানীয়রা রাস্তা মেরামতের দাবি জানিয়েছেন জনগন।আরও জানিয়েছেন, একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান মেম্বার জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। বর্তমানে রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে ছোট ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলে যেতে,জরুরি অবস্থায় এই এলাকায় গাড়ি প্রবেশ করতে চাই না। যার কারণে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন জনগন।

ব্লেডের টুকরো দিয়ে নারী মূর্তি একে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলল সুন্দরবনের সায়ন

নামখানা, ২০ জুন (হি.স.): স্বপ্ন এবার হাতের মুঠোয়। সুদূর গ্রামের চার দেওয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে সায়ন এখন বড় দরবারে। ছোট থেকেই স্বপ্ন ছিল রং তুলির ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলবে এক অভিনবকিছু আর সেই মতোই প্রায় কয়েকশো ব্লেড ব্যবহার করে ক্যানভাসে এক নারীর ছবি ফুটিয়ে তুলে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলল সুন্দরবনের সায়ন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার নামখানা ব্লকের নারায়ণপুরে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে সায়ন মিদ্দা। বাবা কৃষক অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্য দিয়েই সংসার চলে তাদের। সায়নের ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল এমন কিছু করে দেখাবে যাতে বাবা মার মুখ উজ্জ্বল হয় আর সেই মতোই অভিনব চিন্তাভাবনা তার। ছোট থেকে পড়াশোনায় খুব একটা ভালো না হলেও রং তুলির ক্যানভাসে সে ফুটিয়া তুলত এই বিশ্বজগৎকে। গণেশ নগর বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে আর এর পরই নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দির থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার পর সেতার স্বপ্ন নিয়ে বিভর হয়ে পড়ে। নেট দুনিয়ায় সার্চ করে সে জানতে পারে রং তুলির ক্যানভাসে অনেকেই সাফল্য লাভ করলেও এই ধরনের ব্লেড দিয়ে কোন নারী মূর্তি ফুটিয়ে তোলা আগে কেউ কখনো করেনি। আর সেই মতোই কয়েকশো ব্লেড দিয়ে প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সেই ব্লেড গুলিকে ছোট ছোট ছেলে সুন্দর করে কেটে এক নারী মূর্তি ফুটিয়ে তোলে। পাশাপাশি সায়ন সায়নের ইচ্ছা আগামী দিনে সে ফ্যাশন ডিজাইনার হবে এলাকার শিশুদেরকে ইতিমধ্যেই আঁকাও শেখায় সে অনেক সময় দুষ্ট শিশুদের কথা চিন্তা করে ফ্রিতেও আঁকা শেখায় শায়ন। পাশাপাশি তার আঁকা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় চিত্রকলায় স্থান পায়।

জুলাই থেকে ফের চলবে গরিব রথ এক্সপ্রেস : এনএফ রেলওয়ে

গুয়াহাটি, ২০ জুন (হি.স.) : আগামী জুলাই থেকে দুই জোড়া গরিব রথ এক্সপ্রেসের পরিষেবা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এই ট্রেনগুলি আগরতলা-কলকাতা এবং গুয়াহাটি-কলকাতার মধ্যে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানের জন্য নির্ধারিত দিনগুলিতে চলবে।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। প্রেস বার্তায় সব্যসাচী দে জানান, ট্রেন নম্বর ১২৫০২ আগরতলা-কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস আগামী ৩ জুলাই থেকে প্রত্যেক বুধবারে চলবে। ট্রেনটি আগরতলা থেকে ৭:৩৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৪:৩০ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছবে।একইভাবে ট্রেন নম্বর ১২৫০১ কলকাতা-আগরতলা গরিব রথ এক্সপ্রেস ৭ জুলাই থেকে প্রত্যেক রবিবার কলকাতা থেকে ২১:৪০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে মঙ্গলবার ০৫:১৫ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্যস্থানের জন্য ধর্মনগর, নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, কাটোয়া জংশন, ব্যান্ডেল জংশন ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।এছাড়া জানান, ট্রেন নম্বর ১২৫১৮ গুয়াহাটি-কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস আগামী ৬ জুলাই থেকে প্রত্যেক শনিবার চলবে। ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ২১:০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৪:৩০ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছবে। একইভাবে ট্রেন নম্বর ১২৫১৭ কলকাতা-গুয়াহাটি গরিব রথ এক্সপ্রেস ৪ জুলাই থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে ২১:৪০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৬:১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের জন্য গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, কাটোয়া জংশন, ব্যান্ডেল জংশন ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।যাত্রীদের সুবিধার জন্যে ওই ট্রেনগুলিতে ১৬টি এসি-৩ টিয়ার ইকোনমি কোচ থাকবে বলে জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষ্যে শহরে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। আগামীকাল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে আজ আগরতলায় এক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সকালে আগরতলার মেলারমাঠ সংলগ এগিয়ে চলো সংঘ থেকে এই র‍্যালি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় এগিয়ে চলো সংঘের সামনে এসে সমাপ্ত হয়। র‍্যালিতে অংশ নেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অধিকারের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা শাখার অধিকর্তা রাজীব দত্ত, মিশনের যুগ্ম অধিকর্তা বিনয়ভূষণ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, এবছরের আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের থিম হচ্ছে 'নিজের ও সমাজের জন্য যোগা'। র‍্যালির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অতিথিগণ যোগার গুরুত্ব ও উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

Call & Whatsapp: 6033219568/7308648866
SCIENCE & MATH CLASSES
in Small Batches
Science & Math for Class-VII-X TBSE, CBSE
Only Math for Class - XI, XII TBSE, CBSE
Guided By: Tilak Chakraborty
M.Sc. in Mathematics
Guest Lecturer at B.B.M College
8+ Years of Teaching Experience

Address: Ramnagar 9,
Near Ayushman Bharat Health Center

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।